প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 333 Issue ● 12 December, 2021, Sunday ● ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮, রবিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

নিটে প্রক্সি ঃ জেলে বাবা-মেয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ১১ ডিসেম্বর।। ঘুস দিয়ে মেয়েকে দেশের নামি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করাতে গিয়েছিলেন ধলাই জেলার কচুছড়া থানা এলাকার বিশিষ্ট ঔষধ ব্যবসায়ী গোপাল বিশ্বাস। এই বেআইনি কাজের সুবাদে হাজতবাস হয়েছে বাবা ও মেয়ের। বারাণসী জেলা পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষার একটি জালিয়াত চক্রের কয়েকজন সদস্য'র সাথে আমাদের রাজ্যের এই বাবা ও মেয়েকেও গ্রেফতার করে। মেয়ের জন্য পঞ্চাশ লাখ টাকায় নিট-এ ডাক্তারি সিট পাওয়ার মতো নম্বর তোলার চুক্তি করেছিলেন ওষুধ ব্যবসায়ী বাবা। পরীক্ষা দিতে এক ডাক্তারি ছাত্রীকে পাঠানো হয়েছিল, তিনি ধরা পড়েন পরীক্ষা কেন্দ্রেই, তিনমাস আগের ঘটনা। এখন গ্রেফতার হয়েছেন বাবা এবং মেয়ে। বাবা-মেয়ে ত্রিপুরার মানুষ, ঘটনা উত্তর প্রদেশ'র। গ্রেফতার হয়েছেন ধলাই জেলার কচুছড়ার গোপাল বিশ্বাস ও তার মেয়ে। ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (নীট)-এ জালিয়াতির অভিযোগে ত্রিপুরার এক ওষুধ ব্যবসায়ী এবং তার মেয়েকে গ্রেফতার করেছে বারানসীর পুলিশ। বাবাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে এবং মেয়েকে একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। বারানসীর পুলিশ কমিশনার এ সতীশ গণেশ বলছেন, ত্রিপুরার গোপাল বিশ্বাস নামে একজনকে এই সপ্তাহে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বরে এক বিডিএস ছাত্রীকে অন্যের হয়ে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেই অন্য পরীক্ষার্থীই গোপাল বিশ্বাসের মেয়ে। এই প্রথম কোনও পরীক্ষার্থীকে নিট-এ জালিয়াতির দায়ে আটক করা হয়েছে। গণেশ বলেছেন, ত্রিপুরারই দুইজন প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য এবং মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ'র মাধ্যমে নিট-এ অন্যকে দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। উত্তর প্রদেশ পুলিশ ১২ সেপ্টেম্বরে বারানসীর সারনাথ'র সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি'র ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) পড়ুয়া এক ছাত্রী ও তার মা'কে গ্রেফতার করে। তাদের জেরা করে এক ডাক্তার-সহ আরও এগারোজনকে পরে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সেই ছাত্রীর ● এরপর দুইয়ের পাতায়

বাবা গোপাল বিশ্বাস

কীর্তন থেকে ফেরার পথে খুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। কীর্তন থেকে ফেরার পথে খুন হলেন এক বৃদ্ধ। বাড়ির কাছেই রাস্তার পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হন ওই বৃদ্ধ। পরে জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার রাতে এই ঘটনা ঊষাবাজারের ছিনাইহানিতে। মৃত বৃদ্ধর নাম রঞ্জিত চৌধুরী (৭০)। তার বাড়ি ছিনাইহানি। নতুননগর বাজারে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

আদালত অবমাননায় তনুশ্রী সশরীরে হাজিরার নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। আদালত অবমাননার মামলায় এবার রাজস্ব সচিব তনুশ্রী দেববর্মাকে তলব করা হলো আদালতে। তবে যেহেতু তিনি এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে রয়েছেন, সেহেতু বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শোনার পর আপাতত তাকে রেহাই দিয়েছে আদালত। তবে যে বিষয়ে আদালতের নির্দেশ পালন না করে অবমাননা করেছেন রাজস্ব সচিব সেই বিষয়টি সরকার খতিয়ে দেখবে বলে আদালতকে জানিয়েছেন সরকার পক্ষের আইনজীবী। জানা গেছে, তেলিয়ামুড়ার বাসিন্দা শিবু রায় গত ৩ মে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে একটি রিট মামলা দায়ের করেছেন। এই মামলায় শিবু রায় তার পিতার মৃত্যুজনিত কারণে ডাই-ইন-হারনেস সুবিধায় চাকরির জন্য আবেদন করেন। গত ২ জুলাই মাননীয় বিচারপতি অরিন্দম লোধ উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে বাদীকে দুই সপ্তাহের মধ্যে বিশদ জানিয়ে আবেদন করতে বলেছেন। একই সঙ্গে সরকার পক্ষকে চিঠি পাওয়ার পরবর্তী তিন সপ্তাহের মধ্যে তার বিচারও নির্ণয় করার জন্য নির্দেশ দেন। পাশাপাশি মামলায় যে দু'জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরকেও বিবেচনায় রাখার কথা বলেছেন বিচারপতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই সময়ের মধ্যে বিবাদীরা কোনও উদ্যোগই নেননি। যে কারণে তাদের বিরুদ্ধে ফের আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হয়েছে। এতে পক্ষভুক্ত করা হয়েছে রাজস্ব সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, খোয়াইয়ের জেলাশাসক স্মিতা মল, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্লাব ফোরামের সভায় কান্নার রোল খোঁচা খেয়ে অস্বস্তিতে মেয়র দীপক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। সরকার কি বিষম বস্তু আর শাসক দল কতবড় নাগর তা এবার হাড়ে হাড়ে টের পেলেন আগরতলা শহরের বিভিন্ন বনেদি ক্লাবের প্রবীণ নাগরিকেরাও। যারা আবার শাসক দল প্রভাবিত আগরতলা ক্লাব ফোরাম-র অন্যতম সদস্য যে ক্লাব ফোরামের মাথায় আগরতলা শহরের বর্তমান মেয়র দীপক মজুমদার। শনিবার সেই ক্লাব ফোরামের বর্ধিত সভায় মেয়র দীপক মজুমদারের সামনেই নিজেদের ক্ষোভ, হতাশা ব্যক্ত করে সরকার এবং শাসক দলকে কার্যত কাঠগড়ায় তুলেছেন ক্লাব ফোরামের আওতাধীন বহু ক্লাবের বরিষ্ঠ কার্যকর্তারা। এদিন তারা জানিয়েছেন, সদ্য সমাপ্ত পুর নির্বাচনে এই ক্লাব ফোরামের বহু কর্মকর্তাই পরিবার পরিজন নিয়ে ভোট দিতে পারেননি। অনেককে বাড়িতেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে না বলে। অনেককে ভোট কেন্দ্রের সামনে থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ভোট হয়ে গেছে জানিয়ে দিয়ে। এই পরিস্থিতিতে ক্লাব ফোরামের আর অস্তিত্ব টিকিয়ে থাকার প্রয়োজন আছে কিনা এই প্রশ্নও শনিবার ফোরামের বর্ধিত সভায় তুলেছেন কোনও কোনও সদস্য। আর যারা এই প্রশ্ন তুলেছেন এদের একশো ভাগই কট্টর অবামপন্থী এবং বয়সে প্রবীণ। শনিবার বেলা বারোটা থেকে শুরু হয়ে দুটো পর্যন্ত আগরতলা প্রেস ক্লাবে চলছিলো ক্লাব ফোরামের বর্ধিত সভা। উদ্দেশ্য একটাই, ক্লাব ফোরামের সভাপতি দীপক মজুমদার মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় তাকে সংবর্ধনা জানানো। একই সঙ্গে দীপকবাবুও ক্লাব ফোরামের সভাপতি পদ থেকে অব্যাহতি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

পোস্টারে কলকাতার ফ্লাইওভার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা সরকারের টুইটে কলকাতা ফ্লাইওভারের ছবি। মাইগভ ত্রিপুরা টুইটার হ্যান্ডেল থেকে পথ সুরক্ষার ব্যাপারে একটি পোস্টার দেওয়া হয়েছিলো, তাতে যে ছবি দেওয়া হয় সেটি পশ্চিমবঙ্গের একটি ফ্লাইওভার। এ নিয়ে শাসক ও বিরোধী দলে যথেষ্ট ঠোকাঠুকি হয়েছে। বিরোধীদের বক্তব্য, উন্নতি দেখাতে গিয়ে কলকাতা ফ্লাইওভারকে ব্যবহার করতে হয়েছে। শাসক বিজেপির বক্তব্য, একটা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

অন্ধকারের মায়াজালে এমবিবি লাইব্রেরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরকে অনায়াসেই চ্যালেঞ্জ জানানো যায়। তবুও, বিনয়ের সঙ্গেই দফতরের শীর্ষ কর্তাদের বলা, দয়া করে রাজ্যের প্রাচীনতম পাঠাগারটির দিকে নজর দিন— হয়তো এই কথাগুলো প্রতিদিন শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এমবিবি লাইব্রেরির শুভাকাঙ্খীরা মনে মনে বলে থাকেন। গত ৬ মাসে বা গত ৫ বছরে এই পাঠাগারে মোট কতজন বই পড়তে গেছেন, কতজন বই তুলেছেন পড়ার জন্য, তার হিসেব করলে যে সংখ্যাটি আসবে— পাঠাগার বন্ধ করার উপক্রম হবে! এ বছর এমবিবি মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষ। সেই বছরে প্রায় ১ লাখ ছুঁইছুঁই বইসহ অন্ধকারের মায়াজালে ডুবে আছে পাঠাগারটি। হৃতগৌরব ফিরে পাওয়া ভীষণ কষ্টকর? এই প্রশ্ন যদি দেশের স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে রাজ্যের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে রাখা হয়, তাহলে হৃদয়ের প্রতিটি কোন্ থেকে ওই প্রতিষ্ঠানের একেকটি ইট-কাঠ-পাথর একবাক্যে জবাব দেবে— হ্যাঁ, ভীষণ কষ্টকর। ১৯৪৭ সালে যখন দেশে স্বাধীনতার তেরঙ্গা পতপত করে উড়েছে, ঠিক সে বছরই রাজ্যের এমবিবি কলেজের প্রতিষ্ঠা। আর সেই বছরই জন্ম নিয়েছিলো এমবিবি কলেজ লাইব্রেরিটি। গত কয়েক দশকে এই লাইব্রেরি তথা পাঠাগারটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। নতুন পরিসরে এমবিবি কলেজ সেন্ট্রাল লাইব্রেরি স্থাপন হওয়ার পর এর আক্ষরিক ব্যবহার একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। একটা সময় এমবিবি লাইব্রেরি রাজ্যের গবেষক-অধ্যাপক-অধ্যাপিকা-শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। বর্তমানে এই লাইব্রেরিতে ছাত্রছাত্রীদের দেখা পাওয়া যতটা না দুষ্কর, তার থেকেও বেশি দুষ্কর অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের দেখা পাওয়া। কেন নিজের সর্বস্ব হারালো এই পাঠাগার? ২২৭৭ বর্গকিলোমিটার জুড়ে নির্মিত এমবিবি কলেজের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি এখন চার-তলার একটি অট্টালিকা। ৩৭টি কক্ষ রয়েছে এই পাঠাগারে। ২০১৬ সাল পর্যন্ত এই পাঠাগারে ৬৯ হাজার ৫০৭টি বই ছিলো। এখন সেই বইয়ের সংখ্যা আরো বেড়েছে। দুর্ভাগ্যের হলেও এটা সত্য, এই পাঠাগারের বাইরে একটি সাইনবোর্ডে বই সম্পর্কিত সর্বশেষ যে তথ্য দেওয়া আছে, তা ২০১৬ সালের। অর্থাৎ গত ৫ বছরে এই পাঠাগারে নতুন কত বই ঢুকেছে, তার হিসেব পাঠাগার কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। যদি থাকতো তাহলে পাঠাগারের মূল বারান্দায় ২০১৬ সালের তথ্য সমেত একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রাখা হতো না। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, পাঠাগারের দায়িত্বে যারা রয়েছেন উনারা মোটা মাইনের মাসিক বেতন পেলেও, নিজেদের দায়িত্ব ● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর

সোজা সাপ্টা

কাঁচের ঘর

৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশের সামনে আক্রান্ত হলো প্রতিবাদী কলম, পিবি ২৪ সহ একাধিক মিডিয়া হাউস। আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হলো সম্পাদকের গাড়ি এবং মিডিয়া হাউস। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হলেন একাধিক সংবাদ কর্মী। বিরোধী দলের সদর দফতরে হলো হামলা। চোখের সামনে আমজনতার গাড়ি আগুনে জ্বললো। সেদিন গোটা বিশ্ব সামাজিক মাধ্যমে দেখলো কারা প্রকাশ্য দিবালোকে এই আক্রমণে ছিল। গোটা বিশ্ব দেখলো কারা সেদিন কোন দলের পতাকা হাতে নিয়ে আক্রমণে ছিলেন। পুলিশের সামনেই এই হামলা, আক্রমণ চলে। কিন্তু চার মাস অতিক্রান্ত এখনও সরকারি তদন্ত বা পুলিশি তদন্ত সামনে আনা হয়নি। যারা মিডিয়ার প্রতিনিধিদের ডেকে বাম আমলের আইনশৃঙ্খলার কথা বলেন, যারা অন্যের দিকে আঙুল তোলেন, তাদের কাছে প্রশ্ন, ৮ সেপ্টেম্বর যখন হামলা হয় তখন এরাজ্যে কোন দলের সরকার ক্ষমতায় ছিল? সেদিন কারা এবং কোন দলের নেতারা আক্রমণ করেছিলেন? বামেরা সঠিক ছিল না বলেই তো আজ ক্ষমতায় রামেরা। কিন্তু এই রাম রাজ্যেই তো ৮ সেপ্টেম্বর রাজ্যের মানুষকে দেখতে হয়েছে। কি বিচার হয়েছে ৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনার? যেখানে গোটা বিশ্ব দেখলো সেদিনের ঘটনা। বরং ঘটনার পর তো খোদ শাসক দলই জানালো, ৮ সেপ্টেম্বর যা হয়েছে তা রিহার্সাল মাত্র। অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বর যা যা হয়েছে তা শাসক দলের পূর্ব পরিকল্পিত। শাসক দল কি ৮ সেপ্টেম্বর ঘটনায় রাজ্যবাসী এবং আক্রান্তদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন? রাজ্য প্রশাসন কি ঘটনার তদন্ত শেষ করেছে? মনে রাখতে হবে, কাঁচের ঘরে থেকে অন্যকে ঢিল মারলে কাঁচের ঘরও ভাঙতে পারে।

গাঁজা ধ্বংস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১১ ডিসেম্বর।। আবারো গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেল পুলিশ। শনিবার গোপন খবরের ভিত্তিতে কলমচৌড়া থানাধীন দক্ষিণ কলমচৌড়া এলাকার গভীর জঙ্গলে গাঁজা বিরোধী অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে মোট ৫টি টিলাভূমিতে ২ হেক্টর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে গজিয়ে ওঠা প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করে ভস্মীভূত করে দেয় পুলিশ। যার বাজার মূল্য প্রায় ৪০ লক্ষাধিক টাকার উপর হবে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। এদিন পুলিশের কাছে গোপন সূত্র মারফত একটি খবর আসে সোনামুড়া থানাধীন কমলনগর দক্ষিণ কলমচৌড়া গভীর জঙ্গলের টিলাভূমিতে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে ৫ টি জায়গায় গাঁজার অবাধ বিচরণ হচ্ছে। আর সেই খবরের ভিত্তিতেই থানার পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী গভীর জঙ্গলের টিলাভূমিতে দফায় দফায় হানাদারি চালায়। শনিবারের এই অভিযানে ছিলেন কলমচৌড়া থানার ওসি বিষ্ণুপদ ভৌমিক সহ পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। ধারাবাহিকভাবে পুলিশের গাঁজা বিরোধী অভিযানে সাফল্য আসলেও কাউকে আটক করতে সক্ষম হচ্ছে না পুলিশ। আর তা নিয়ে ধোঁয়াশা বাড়ছে জনমনে।

বাড়ছে ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,উদয়পুর, ১১ ডিসেম্বর।। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ বিরাজ করছে গ্রাহকদের মধ্যে। পরিষেবার মান একেবারেই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে বলে অভিযোগ। ফলে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। ঘটনা উদয়পুরস্থিত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে। বার বার গ্রাহকদেরকে কেওয়াইসি জমা দিতে বলা হচ্ছে। এ নিয়ে তিন থেকে চারবার গ্রাহকদের কাছ থেকে কেওয়াইসি সংগ্রহ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। গ্রাহকদের অভিমত যা ভূ-ভারতে নজির বিহীন ঘটনা। অন্যদিকে চেক বই এবং এটিএম কার্ড নিয়ে গ্রাহকদের হয়রানি প্রায় নিত্যদিনের সঙ্গী বলে অভিযোগ। সিনিয়র সিটিজেনদেরও যথাযথভাবে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না বলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে এসেছে। এ বিষয়ে কোন প্রকার হেলদোল নেই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের। যদিও হাতেগোনা কয়েকজন কর্মী অন্য মহকুমা থেকে প্রতিদিন এসে ব্যাঙ্কের হাল সামলাচ্ছেন বলে অভিমত গ্রাহকদের। এইরূপ একটি বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট জনদুর্ভোগ নিয়ে ছি ছি রব উঠেছে গ্রাহকদের মধ্যে। অনেকেই তাদের দীর্ঘদিনের অ্যাকাউন্ট অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছেন। বিগত দিনে ইউবিআই ব্যাঙ্ক থাকাকালীন সময়েও গ্রাহক পরিষেবার করুণদশা নিয়ে বেশ কয়েকবার অভিযোগ উঠে এসেছিল।

বন্ধ নেই বাইক চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ ডিসেম্বর।। বাইক চুরি কোনভাবেই ঠেকাতে পারছে না বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। কয়েকদিনের অভিযানে বেশ কয়েকজন বাইক চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হলেও পুরো চক্রটিকে এখনও জালে তুলতে পারেনি। যার ফলে কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে বাইক চুরি চক্রের চাঁইরা। বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায় যতগুলি বাইক চুরি হয়েছে বা এখনো হচ্ছে সবগুলো বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকা থেকে। এই কয়েকদিনে আবার বেশ কয়েকটি বাইক চুরি হয়েছে বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকা থেকে। এক কলেজ ছাত্রের বাইক পর্যন্ত নিয়ে পালিয়ে যায় চোরের দল। যা ঘটে প্রকাশ্য দিনের বেলায়। বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকাটি বিশ্রামগঞ্জ থানা এবং সিপাহিজলা পুলিশ সুপার অফিস থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে অবস্থিত। অথচ বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশকে বাইক চোরদের কাছে একেবারেই অসহায় মনে হচ্ছে। আজ পর্যন্ত হদিশ পায়নি সিপাহিজলা জেলা উপ কৃষি অধিকর্তার অফিসের চতুর্থ শ্রেণি কর্মীর চুরি যাওয়া বাইকটি। আজও বাইকটির জন্য হন্যে হয়ে থানা পুলিশের কাছে ঘুরছেন এই যুবক। বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় বাইক চুরি চক্রটি বেশ সক্রিয় এবং খুব লম্বা হাত তাদের এমনটাই কান পাতলে শোনা যায়। বিশ্রামগঞ্জ এলাকার নাগরিকদের অভিমত থানার পুলিশ আরেকটু সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলে বাইক চুরি চক্রের মূল পাণ্ডাদের নাগাল পেতে পারবে।

আরও এক 'স্থায়ী সমাধান'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর,১১ ডিসেম্বর।। নম্বরটি উঠে দাঁড়ালো ১১৭তে। আরও একজন চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকের মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিক্ষকের নাম সঞ্জীব সাহা (৫২)। শুক্রবার রাত একটা নাগাদ চাকরিচ্যুত এই স্নাতক শিক্ষক মারা গেছেন। তিনি গোমতী জেলার শালগড়া এলাকাতেই বাড়িতে মারা গেছেন। তার মৃত্যুতে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সঞ্জীব বাড়িতে বৃদ্ধা মা, স্ত্রী এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরত এক ছেলেকে রেখে গেছেন। শনিবার জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির গোমতী জেলার পক্ষ থেকে শংকর দেবনাথ, তপন দেব এবং পার্থসারথি মজুমদার মৃত সহকর্মীর বাড়িতে ছুটে যান। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির দাবি, আর কতজন মারা গেলে সরকার মানবিক হবে। এখন পর্যন্ত ১১৭ জনকে হারিয়েছেন তারা।

আক্রান্ত নেতাপত্নী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড় ,১১ ডিসেম্বর।। রাতে এলাকাবাসীর সামনেই পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রী আক্রান্ত হন। ঘটনা বিশালগড় উত্তর ব্রজপুর এলাকায়। আক্রান্ত মহিলাকে পরবর্তী সময় বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, ঘটনার পর ২-৩ ঘন্টা পার হয়ে গেলেও বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়নি। অভিযুক্ত যুবকের নাম গৌতম দাস। আক্রান্ত মহিলা জানান, শনিবার রাতে ডেকোরেটর সামগ্রী নিয়ে একটি গাড়ি গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ ওই গাড়ি চালককে দেখে গৌতম দাস নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গালিগালাজ শুরু করে। হইচই শুনতে পেয়ে এলাকাবাসী সেখানে ছুটে আসেন। তাদের সাথে পঞ্চায়েত সদস্যের স্ত্রীও রাস্তায় আসেন। অভিযোগ, তখনই গৌতমকে হইচই বন্ধ করার কথা বললে সে তেড়ে আসে। মারধর করে নেতার স্ত্রীকে। এখন এলাকাবাসী দাবি জানিয়েছেন অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার করা হোক।

নেশা সামগ্রী সহ যুবক আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ ডিসেম্বর।। নেশার কবলে আবদ্ধ হয়ে ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঢেলে দিচ্ছে এক শ্রেণির যুবক। বিভিন্ন ধরনের নেশাদ্রব্য বিক্রির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে উঠতি বয়সের যুবকরা। এবার প্রচুর পরিমাণে ব্রাউন সুগার সহ আটক হলো কুখ্যাত নেশা কারবারি। ঘটনা শুক্রবার রাতে বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন পুষ্করবাড়ি এলাকায়। এদিন এলাকার জনগণ সেই নেশা কারবারিকে আটক করে। আটককৃত নেশা কারবারির নাম সুব্রত দেবনাথ। তার বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ বড়জলা এসপি অফিস সংলগ্ন কালী মন্দিরের পাশে। বহুদিন যাবৎ এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে সে জানায়। এদিন তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা যায়। আটককৃত সুব্রত দেবনাথ জানিয়েছে আগরতলা থেকে ব্রাউন সুগার নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বিক্রি করতে এসেছিল। তখনই জনগণের হাতে আটক হয় সে। পরবর্তী সময়ে এলাকার জনগণ উত্তম-মধ্যম দিয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সুব্রত দেবনাথ নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করার অপরাধে চার মাসের জন্য জেলের সাজা খেটেছেন বলে নিজের মুখে স্বীকার করেছে।

আটকে গেল এটিকে মোহনবাগান

● **সাতের পাতার পর** দেখেও তিনি ডেভিড উইলিয়ামসকে নামাননি আগে। তাঁকে যখন শেষমেশ নামালেন, খেলা তখন শেষের দিকে। তার কিছুক্ষণ আগে মাইকেল সুসাইরাজ এবং লেনি রদ্রিগেসকে নামালেও তাঁরা ম্যাচে ছাপ ফেলতে পারেননি।তবে গোল খেয়েই চেন্নাইয়িন তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে উঠতে থাকে। সবুজ-মেরুনের বক্সে একের পর এক আক্রমণ ধেয়ে আসতে থাকে। আশুতোষ, প্রীতম ঠান্ডা মাথায় তার মোকাবিলা করতে থাকেন। ভাল কিছু শট বাঁচিয়ে দেন গোলকিপার অমরিন্দরও। চেন্নাইয়িন এই সময় বেশ কিছু কর্ণার পায়। যদিও তার কোনওটিই তারা কাজে লাগাতে পারেনি। অবশেষে বিরতির কিছুক্ষণ আগে সমতা ফেরায় চেন্নাইয়িন। দ্রুত থ্রো-ইন নেন অনিরুদ্ধ থাপা। লুকাস বল পেয়ে তা পাস করেন ভ্লাদিমির কোমানকে। বল পেয়েই ডান পায়ে শট নেন কোমান। অমরিন্দর ঝাঁপিয়েও কিছু করতে পারেননি।এর মাঝেই বিরতির আগে বাগানের ফিজিয়ো লুইসকে লাল কার্ড দেখানো হয়। দীপক এবং লুকাসের একটি ঝামেলাকে ঘিরে রেফারির সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাই রেফারি তাঁকে লাল কার্ড দেখান। দ্বিতীয়ার্ধে গোটাদুয়েক সুযোগ পেয়েছিল এটিকে মোহনবাগান। ৪৮ মিনিটে কৃষ্ণের পাস পেয়ে শট করেছিলেন হুগো বুমোস। অল্পের জন্য তা বাইরে যায়। ৬২ মিনিটে কর্ণার থেকে গোলের কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন জনি কাউকো। কিন্তু কাজে লাগেনি।

ফোঁস করলেন সুবল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ উত্তরপ্রদেশের পর ত্রিপুরা। এবার মডেল চুরি করে ধরা পড়লো বিপ্লব দেব-র সরকার। আগরতলায় এমনই অভিযোগ করে আক্রমণ শাণিত করলেন তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক। তিনি অভিযোগ করেন, উত্তরপ্রদেশ সরকার 'মা প্রকল্প' চুরি করেছিল। ধরা পড়েছে। ত্রিপুরা সরকারও পশ্চিমবঙ্গের মডেল চুরি করে ধরা পড়ে গেছে। সুবল ভৌমিক বলেন, বিজেপি চার মাসের মধ্যে তিনবারের মতো চুরি করলো তৃণমূলের মডেল। পশ্চিমবাংলার মমতা ব্যানার্জি-র করা উন্নয়নকে ত্রিপুরায় নিজেদের বলে দাবি করছে সরকার। বিজেপি নেতৃত্বাধীন ত্রিপুরা সরকারের একটি সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানের পোস্টারে কলকাতার ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। শুক্রবার ত্রিপুরা সরকারের গভঃ পোর্টালে এবং ট্যুইটার হ্যান্ডেলে স্লোগান লেখার প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতার নগদ পুরস্কার ৫ হাজার টাকা। আর যে রাস্তার ছবি দেওয়া হয়েছে সেটি কলকাতার রাস্তা। বিজেপি নেতৃত্বাধীন উত্তরপ্রদেশ সরকারও এর আগে পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের ছবি প্রকাশ করেছিল। সেই রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটি প্রচারে সেপ্টেম্বর মাসে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সেখানে মা ফ্লাইওভারের ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এর আগে বিজেপি আরও একটি প্রকল্প নকল করে ধরা পড়েছিল। এদিন সুবল ভৌমিক দাবি করেন, বিজেপি তৃণমূলের উন্নয়নকে নিজেদের উন্নয়ন বলে দাবি করে প্রচার করছে।

উন্নয়নের ঢাক পেটানোই সার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ ডিসেম্বর।। সরকারের যতই উন্নয়নের ঢাক ঢোল পেটানো হোক না কেন তা যে কার্যত বাস্তবে অশ্বডিম্ব। বাম আমল কিংবা রাম আমল উভয় আমলেই ন্যূনতম চাহিদাগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জনগণ। আর চাহিদাগুলো পূরণ হচ্ছে হবে বলে সময় পেরিয়ে গেলেও তা আর পূরণ হচ্ছে না। এখনো সেইসব চাহিদাগুলি পূরণের আশায় দিন কাটাচ্ছেন ওই এলাকার জনগণেরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঋষ্যমুখ ব্লকের অন্তর্গত ধনচন্দ্র এডিসি ভিলেজের শিবপুরের বাসিন্দারা রাস্তাঘাট ও পানীয় জলের সমস্যায় জর্জরিত। এই এলাকায় ৫০ পরিবারের বসবাস। বহু বছর ধরে এই সমস্যা নিয়ে জীবনযাপন করতে হচ্ছে। রাস্তাঘাট না থাকার ফলে দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হচ্ছে এলাকার জনগণের। রাস্তা ঠিক না থাকার কারণে অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসার জন্য সঠিক সময়ে যেতে পারছেন না। বহুদিন ধরে কুয়ো থেকে নোংরা জল পান করে আসছে। সঠিক সময়ে রাস্তার অভাবে চিকিৎসা করাতে রোগীদের না নিয়ে যেতে পারায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে বলে জানান গ্রামবাসীরা। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জানানো হলেও কোনো হেলদোল নেই বলে অভিযোগ উঠে এসেছে। তাদের দাবি অতিসত্বর যাতে তাদের সমস্যাগুলো নিরসনে সংশ্লিষ্ট দফতর এগিয়ে আসে।

শহরে তরুণী ধর্ষণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক তরুণীকে শহরের ভাড়াবাড়িতে ধর্ষণ। এই ঘটনায় পূর্ব মহিলা থানায় করবুকের এক যুবকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি করবুকেই। আগরতলার লেক চৌমুহনিতে একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতো এই যুবক। আগরতলায় থাকার সময়েই মোহনপুরের এক তরুণীকে সে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ওই তরুণীকে লেক চৌমুহনির ভাড়াবাড়িতে এনে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর থেকেই ভাড়া বাড়ি ছেড়ে করবুকের নিজের বাড়ি চলে যায় সঞ্জয়। কোনওভাবেই ওই তরুণীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে নারাজ। প্রতারণা এবং ধর্ষণের অভিযোগ এনে পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছে ওই তরুণী। যদিও শনিবার রাত পর্যন্ত অভিযুক্ত ধর্ষককে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি। শহরের ভাড়াবাড়িতে এক তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনা সামনে আসতেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

শরীরে আগুন দিলেন প্রবীণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,১১ ডিসেম্বর।। স্ত্রী-পুত্রের অত্যাচারে শরীরে আগুন দিলেন এক প্রবীণ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা শহরতলির উত্তর আড়ালিয়ায়। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় রতন মিঞা নামের ওই প্রবীণকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার দাবি, উত্তর আড়ালিয়ার লোকনাথ পাড়ায় নিজেই ছেলেকে কষ্ট করে মানুষ করেছিলেন। এই ছেলে বিয়ে করার পর থেকে তার উপর অত্যাচার শুরু করেছে। স্ত্রী এবং পুত্রবধূ মিলেও তাকে প্রতিনিয়ত মারধর করে। শেষ পর্যন্ত অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে শনিবার সকালে শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় রতন। বাড়ির লোকজনই তাকে উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পূর্ব থানায় কোনও মামলা হয়নি। গ্রেফতারও করা হয়নি অভিযুক্তদের।

লিটল ম্যাগাজিন ও সাহিত্য উৎসব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ ডিসেম্বর।। দু'দিনব্যাপী ত্রিপুরা লিটল ম্যাগাজিন ও সাহিত্য উৎসবের সূচনা হয় শনিবার। কৈলাসহরের আরকেআই ক্যাম্পাস হলে চলা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক নীহার রঞ্জন সেনগুপ্ত, কবি পীযূষ রাউত, কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক শ্যামল ভট্টাচার্য, বিধায়ক মবস্বর আলি, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক চন্দন সাহা প্রমুখ। উৎসবে ৫০টিরও বেশি লিটল ম্যাগাজিন অংশ নিয়েছে। একই সাথে উৎসবে স্মরণিকাও উন্মোচিত হয়।

ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

● **সাতের পাতার পর** ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের এবং মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সচিবের কাছে নাম জমা দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সঞ্জীব সাহা এই খবর জানিয়েছেন।

অনূর্ধ্ব ১৮ রাজ্যভিত্তিক টেনিস

● **সাতের পাতার পর** দিনে শিবিরে অংশ নিয়েছে প্রায় ৩০ জন খেলোয়াড়। খেলোয়াড়দের বয়স এবং দক্ষতার বিচার করে তাদেরকে দুইটি ভাগে ভাগ করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করছেন জাতীয় জুনিয়র দলের প্রাক্তন কোচ দেবপ্রিয় দাস।

দাবায় আন্তর্জাতিক মাস্টার

● **সাতের পাতার পর** রাজ্যগুলির পাশাপাশি বাংলা, দিল্লি, বিহার, রাজস্থান, ওড়িশা এবং পাঞ্জাবের দাবাড়ুরা এন্ট্রি নিয়েছে। জাতীয় স্তরে সাফল্য পাওয়া ভিন রাজ্যের খুদে দাবাড়ুরাও অংশগ্রহণ করবে। ত্রিপুরার দাবাড়ুদের সামনে নিজেদের মেলে ধরার একটা সুবর্ণ সুযোগ। আইএম দীনেশ ছাড়াও মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার বৃষ্টি মুখার্জি, পাঞ্জাবের রামপ্রকাশ, মণিপুরের ওয়াই ধনবীর সিং, অ্যাপোলা সানা,, বিহারের কুমার গৌরব, সোনি কৃষান, সিকিমের রোহিত সিংয়ের মতো নামি দাবাড়ুরা আসরে এন্ট্রি নিয়েছে। আসর পরিচালনা করবে মেট্রিক্স চেস অ্যাকাডেমি। মোট প্রাইজমানি ২.৫১ লক্ষ টাকা। সেরা দাবাড়ু পাবে ৩৫ হাজার টাকা।

পোস্টারে কলকাতার ফ্লাইওভার

● **প্রথম পাতার পর** ভিড়ে ঠাসা রাস্তার ছবি দেখানো হয়েছে, তাতে নির্দিষ্ট কোনও রাজ্যের ব্যাপার নেই। জাতীয়স্তরের একটি প্রতিযোগিতার জন্য এই পোস্টার দেওয়া হয়েছে। বিরোধীরা শুধু নেতিবাচক জিনিসই দেখায়। বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ সরকারও পশ্চিমবঙ্গের ছবি নিজেদের বলে চালিয়ে দিয়েছিলো। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গাপুর বিমানবন্দরকে উত্তরাখণ্ডের বলে চালিয়ে দিয়েছে। তার আগে বিদেশি এক রাস্তার ছবিও কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রচার পুস্তিকায় এসেছিল। মাইগভ ত্রিপুরা হ্যান্ডেল থেকে পরে পোস্টারটি তুলে নেওয়া হয়েছে।

সশরীরে হাজিরার নির্দেশ

● **প্রথম পাতার পর** মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মহঃ সাজ্জাদকে। গত ১৬ আগস্ট এই মামলায় তাদেরকে নোটিশও করা হয়। ৪ অক্টোবর নোটিশ জারি সত্বেও রাজস্ব সচিব আদালতে হাজিরা দেননি কিংবা আইনজীবী মারফতও আদালতকে কিছু জানাননি। এরপরই শুক্রবার মামলাটি পুনরায় আদালতে উঠার পর আদালত অবমাননাকারী তনুশ্রী দেববর্মাকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তার আইনজীবী জানান, এই রিট মামলার বিরুদ্ধে আপিল মামলা দাখিল করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও স্থগিতাদেশ দেখাতে পারেননি বিবাদী পক্ষের আইনজীবী। এরপরই ক্ষুব্ধ আদালত রাজস্ব সচিব তনুশ্রী দেববর্মাকে শুক্রবার দুপুর বারোটার মধ্যে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। বেলা বারোটার পর মামলাটি ফের আদালতে উঠলে তনুশ্রীদেবীর আইনজীবী জানান, শ্রীমতী দেববর্মা বর্তমানে কেন্দ্রীয় ডেপুটেশনে রয়েছেন। ফলে তিনি রাজ্যের বাইরে। তাই তার পক্ষে বারোটার মধ্যে হাজিরা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর আদালত অবশ্য বিষয়টি সম্পর্কে আর কঠোর মনোভাব পোষণ করেনি। মামলাটির পুনরায় শুনানির দিন ধার্য্য হয়েছে আগামী বছরের ৩রা জানুয়ারি। এই মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী ছিলেন কৌশিক রায়, বিবাদী পক্ষে ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট দেবালয় ভট্টাচার্য।

অন্ধকারের মায়াজালে এমবিবি লাইব্রেরি

● **প্রথম পাতার পর** সঠিকভাবে পালন করেন না। বিকেল ৪টার সময় গিয়েও হাতে-গোনা পাঠকরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে আসেন। কারণ, পাঠাগারের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা সকলেই বাড়ি চলে যান ততক্ষণে। ২০১৬ সালের তথ্য মোতাবেক, পাঠাগারে ৯ জন কর্মী রয়েছেন। পাঠাগারটিতে ই-ক্যাটালগিং, নেট-জোন, রেপ্রোগ্রাফি পরিষেবা রয়েছে বলে ২০১৬ সালের সাইনবোর্ডটি দাবি করে। কিন্তু বাস্তবে এই পরিষেবাগুলো নেই বললেই চলে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই পাঠাগারে জার্নাল স্টেক থেকে শুরু করে বাইন্ডিং সেকশন সহ মোট ৩০টির মতো ঘর রয়েছে যেখান থেকে পাঠকদের অনায়াসেই পরিষেবা প্রদান করা যায়। পাঠাগারের দ্বিতীয় তলায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ইংরেজি, অর্থনীতি, ভুগোল, হিন্দী, বাংলা, জিওলজি, অংক, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি সহ নানা বিষয়ের উপর বই রয়েছে। পাঠাগারের তৃতীয় তলায় সেমিনার হল এবং স্টাফ রুম। শেষ কবে এই পাঠাগারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার আয়োজিত হয়েছে, তা এমবিবি কলেজ কর্তৃপক্ষ চট করে বলতে পারবেন না। পাঠাগার কর্তৃপক্ষ এও বলতে পারবেন না, শেষ কবে এমবিবি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা এসে উক্ত পাঠাগার থেকে নিজেদের পড়াশুনার জন্য বিষয় বহির্ভূত অন্য কোনও বই নিয়ে গেছেন! একই অবস্থা ছাত্রছাত্রীদের। পাঠাগারের বাইরে একটি ফুল বাগান একসময় শোভা পেয়েছিলো। সেই বাগানটিও এখন সুবিশাল ঝোপে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন শ'য়ে শ'য়ে মানুষ এই পাঠাগারের সামনে দিয়ে মর্নিং-ইভিনিং ওয়ার্ক করেন। মাঠে অনেকে খেলতে যান। প্রত্যেকের নজরেই পাঠাগারটির বীভৎস চেহারা চোখে পড়ে। নিজের ৭৫ বছর বর্ষে রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন পাঠাগারটির এই করুণ অবস্থা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত সমাজের কাছে এক ভয়ঙ্কর বার্তা নিয়ে আসে। পাঠাগারের প্রথম তলায় স্টুডেন্টস রিডিং রুমটিতে গত ৪ বছরে ৪ জন ছাত্রছাত্রীও বই পড়তে যায়নি বলে পাঠাগারের এক কর্মী জানিয়েছেন। এই অবস্থায়, গত সেপ্টেম্বর মাসে এমবিবি মহাবিদ্যালয় নিজের ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন শুরু করেছে। সারা রাজ্য জুড়েই পাঠাগারগুলোতে পাঠকের অভাব। হাতে হাতে মোবাইল আর প্রযুক্তির নির্ভরতায়, পাঠকের সংখ্যাও কমেছে। কিন্তু তাই বলে রাজ্যের অন্যতম প্রধান এবং প্রাচীন পাঠাগারটি নিজের ৭৫ তম বর্ষেও রীতিমতো অন্ধকারে ডুবে থাকবে, একথা কেমন করে মানা যায়? হয়তো, এই খবর প্রকাশের পর রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর পাঠাগারটিকে নানাভাবে প্রচারের আলোতে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে, হয়তো এই পাঠাগারে বসে 'নির্দেশ' দিয়ে অধ্যাপক, অধ্যাপিকা বা ছাত্রছাত্রীদের বই পড়ার কথা বলা হবে। কিন্তু হৃত গৌরব তাতে ফিরবে তো?

কীর্তন থেকে ফেরার পথে খুন

● **প্রথম পাতার পর** কীর্তন চলছে। কীর্তন দেখতে রাতে গিয়েছিলেন রঞ্জিত। রাতে একাই কীর্তন দেখে বাড়ি ফিরছিলেন। এলাকার লোকজন রঞ্জিতকে রাস্তায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বাড়িতে খবর দেন। তার ছেলেই দৌড়ে এসে রাস্তার পাশে বাবাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান। দ্রুত একটি অটোতে রঞ্জিতকে জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় রহস্য দেখা দিয়েছে। মৃতের ছেলের দাবি, স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি তার বাবার। কিছু একটা হয়েছে। কান দিয়ে রক্ত পড়তে তিনি দেখেছেন। গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মারতে পারে বলে তিনি অনুমান করছেন। রঞ্জিত আগে কৃষি দফতরে চাকরি করতেন। এখন তিনি পেনশনার। প্রত্যেকদিনই কীর্তনে যেতেন। শনিবার এই ধরনের ঘটনা হবে মৃতের ছেলে কল্পনাও করতে পারেননি। প্রত্যক্ষদর্শীদের কারও কারও সন্দেহ ইচ্ছে করেই গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মারা হয়েছে রঞ্জিতকে। খুনে ব্যবহৃত গাড়ির চালককে আটক করা হলেই আসল সত্যতা বেরিয়ে আসবে। এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। তবে এখনও খুনের রহস

মুখ্যমন্ত্রীর আগমনে পিচের প্রলেপে ঢাকছে খানাখন্দ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১১ ডিসেম্বর।। বাড়িতে অতিথি আসার আগে তড়িঘড়ি যেভাবে ঝাড়পোঁছ, ঝিকঝাক, টুকটাক কাজকর্ম চলে, ঠিক সেভাবেই সাব্রুমে এখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উন্নয়ন দেখছেন সাধারণ মানুষ। শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত খানাখন্দ-ভরা রাস্তাকে পিচে মুড়ে দেওয়ার কাজ চলছে। সাব্রুম গার্লস স্কুলের সামনে থেকে দৈত্যেশ্বরী কালীবাড়ি পর্যন্ত ১৩৬ মিটার রাস্তাঘাটের কি বেহাল অবস্থা তা যাতে মুখ্যমন্ত্রী না জানতে পারেন, সেজন্যই নাকি এমন ঢালাও আয়োজন। যতদূর জানা গেছে, রবিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাব্রুম যাচ্ছেন। তার সাব্রুম সফরকে কেন্দ্র করেই গোটা এলাকা যেন সেজে উঠেছে বিয়েবাড়ির ঢঙে। শুধুমাত্র দৈত্যেশ্বরী কালীবাড়ি পর্যন্ত রাস্তাকে পিচে মুড়ে দিতে ওভারটাইম খেটে চলেছেন ঠিকেদারের লোকজনেরা। জানা গেছে, সাব্রুমের মেলারমাঠে শনিবার হবে বিজয় উৎসব। এর আগে অবশ্য বেলা বারোটায় সাব্রুমের দৈত্যেশ্বরী কালীমন্দিরে যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন তিনি। এরপর সাব্রুমের দৈত্যেশ্বরী কালীমন্দিরে পুজো দেবেন তিনি। সেখান থেকে বিজয় সমাবেশে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে কেন্দ্র করে গোটা সাব্রুমকেই সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পিডব্লিউডি'র সরকারি অর্থের হরির লুট চলছে বলেও অভিযোগ। কিন্তু রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে স্টোন চিপস ব্যবহারের কথা থাকলেও তা যে নামেমাত্র ব্যবহার করা হচ্ছে তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু যেহেতু রবিবারই মুখ্যমন্ত্রী আসবেন সেহেতু ঝড়ের গতিতে কাজও চলছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় মানুষেরা ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। তাদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে যে কায়দায় রাস্তা বানানো হচ্ছে তা এক মাস ভালোভাবে থাকলেও যথেষ্ট। তবে এখানে গুণগতমানের কোনও বালাই রাখা হয়নি। স্থানীয় মানুষেরা বিষয়টি চাক্ষুষ করলেও পূর্ত দফতরের কোনও আধিকারিকের উপস্থিতি না থাকায় তারা এ নিয়ে কোনও কথা বলতে চাইছেন না। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর সাব্রুম আগমনের আগের সন্ধ্যায় তারই প্রস্তুতি কর্ম নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

টেট পরীক্ষার অ্যানসার কিনিয়ে টিআরবিটি'র বক্তব্য

বিগত কিছুদিন ধরে টিআরবিটি পরিচালিত ২০২১ সালের টেট-১ এবং টেট-২ পরীক্ষার ফাইনাল অ্যানসার কি নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ এবং বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের প্রচার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সকল অভিযোগ ও প্রচার নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রকৃত বিষয়টি বিশদভাবে জানলে এই বিভ্রান্তি দূর হতে পারে। প্রকৃত বিষয়টি হলো —

২০২১ সালের টেট-১ এবং টেট-২ পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর বিগত ৯ অক্টোবর টিআরবিটি'র পক্ষ থেকে টেনটেটিভ অ্যানসার কি'স প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষার্থীদের বলা হয় প্রকাশিত টেনটেটিভ অ্যানসার কি'স সম্পর্কে তাদের কোনও অভিযোগ, আপত্তি বা বক্তব্য থাকলে তা ফিডব্যাকস হিসেবে টিআরবিটি কর্তৃপক্ষকে অনলাইনে জানাতে। পরীক্ষার্থীরা তাদের অভিযোগ, আপত্তি, বক্তব্য অনলাইনে জমা করেন।

পরীক্ষার্থীদের দ্বারা অনলাইনে জমা করা প্রতিটি বিষয় টিআরবিটি কর্তৃপক্ষ বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের (সাবজেক্ট এক্সপার্ট) কাছে পাঠান। বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষার্থীদের দ্বারা জমা করা প্রতিটি অভিযোগ, আপত্তি ও বক্তব্য বিশেষভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তাদের চূড়ান্ত মতামত লিখিতভাবে বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেন। এর পর বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের লিখিত মতামত অনুযায়ী টিআরবিটি পরীক্ষার্থীদের জন্য ফাইনাল অ্যানসার কি'স প্রকাশ করে।

২০১৫ সাল থেকে চলে আসা পরীক্ষার লিখিত নিয়ম অনুযায়ী ফাইনাল অ্যানসার কি'স এর উপর পরীক্ষার্থীদের আবেদন বা অভিযোগ করার বিধান নেই। এই ফাইনাল অ্যানসার কি'স এর উপর ভিত্তি করেই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।

এখানে আরও কিছু তথ্য সকলের অবগতির জন্য তুলে ধরা প্রয়োজন। টিআরবিটি কর্তৃপক্ষ সাবজেক্ট এক্সপার্ট হিসেবে তাঁদেরই নির্বাচন করেন যাদের সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে তাঁদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই টিআরবিটি বিভিন্ন পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এবারও তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয়নি। বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের লিখিতভাবে জানানো মতামতের ভিত্তিতেই ফাইনাল অ্যানসার কি'স তৈরি ও প্রকাশ করা হয়েছে।

কিন্তু ফাইনাল অ্যানসার কি'স প্রকাশিত হওয়ার পর কতিপয় পরীক্ষার্থী, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতো নম্বর পাননি, তারা অভিযোগ করেন যে প্রকাশিত ফাইনাল অ্যানসার কি'স এ ভুল রয়েছে।

এবারের টেট-১ পরীক্ষায় ১১২২১ জন এবং টেট-২ পরীক্ষায় ১৪৪৩৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫,৬৬০ জন। এদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক পরীক্ষার্থী ফাইনাল অ্যানসার কি'স সম্পর্কে তাদের সন্তোষ প্রকাশ করে টিআরবিটি কর্তৃপক্ষের কাছে দ্রুত পরীক্ষার ফল প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতো নম্বর পাওয়া কোনও পরীক্ষার্থী ফাইনাল অ্যানসার কি'স এ ভুল রয়েছে বলে দাবি করেননি। শুধুমাত্র ফাইনাল অ্যানসার কি'স এর ভিত্তিতে যে সকল পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হওয়ার মতো নম্বর পাননি তাদের মধ্য থেকে কতিপয় পরীক্ষার্থী বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের (সাবজেক্ট এক্সপার্ট) সিদ্ধান্ত নিয়ে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন।

টিআরবিটি কর্তৃপক্ষ বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের (সাবজেক্ট এক্সপার্ট) মতামতকে যথাযথ মান্যতা দিয়ে ওনাদের লিখিত মতামতের ভিত্তিতেই ফাইনাল অ্যানসার কি'স প্রকাশ করেছেন।

ড. প্রত্যুষ রঞ্জন দেব
পরীক্ষা নিয়ামক
টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড,
ত্রিপুরা।

রোটারি ক্লাব অব আগরতলা সিটি'র দু'দিনব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন হলো তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর হাত ধরে। একটি বেসরকারি হোটেলে শনিবার সময়োপযোগী বিষয়ক সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। রবিবার রোটারি ক্লাব অব আগরতলা সিটি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে ডায়াবেটিস বিষয়ক স্বাস্থ্য শিবিরও। ছবি নিজস্ব

ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে ফের ধাক্কা খেলো রাজ্য সরকার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। উচ্চ আদালতে আবারও ধাক্কা খেলো রাজ্য সরকার। বিদ্যুৎ নিগমের এক সিনিয়র ম্যানেজারকে পেনশনে যাওয়ার ৭ মাস আগে বদলি করে উচ্চ আদালতের রোষানলে পড়লো নিগম কর্তারা। উচ্চ আদালতের নির্দেশ পেনশনে যাওয়ার সাত মাস আগে বদলি করা যাবে না নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার সৌমেন্দ্র দাসকে। তিনি বিদ্যুৎ নিগমের আগরতলা অফিসের সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। এ বছরের ২৭ আগস্ট তাকে আগরতলার বাইরে বদলির নির্দেশিকা বের হয়। তিনি বিদ্যুৎ নিগমে এই বদলির বিরুদ্ধে আবেদন করেন। বিদ্যুৎ নিগমের পক্ষ থেকে তার বদলির নির্দেশিকা পরিবর্তন করা হয়নি। সৌমেন্দ্রবাবু ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের সিঙ্গেল বেঞ্চে বদলির নির্দেশিকার বিরুদ্ধে আবেদন করেন। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আবেদনটি বাতিল করে দেন। দ্রুত বরিষ্ঠ আইনজীবী প্রশান্ত কুমার পালের সহযোগিতায় ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন তিনি। এই আবেদনটি শুনানি হয় বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র এবং বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে। ডিভিশন বেঞ্চ গত ৮ ডিসেম্বর এই মামলার রায় ঘোষণা করে। সৌমেন্দ্র'র বদলির নির্দেশটি বাতিল করতে রায় দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। এ নিয়ে শনিবার বরিষ্ঠ আইনজীবী প্রশান্ত কুমার পাল জানান, ১৯৯৩ সালের ২৪ আগস্ট সরকারি কর্মচারীদের বদলির ক্ষেত্রে সরকারি বিজ্ঞপ্তি রয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কোনও কর্মচারীর অবসরের এক বছর বাকি থাকতে পছন্দের এলাকার বাইরে বদলি হবেন না। এ নিয়ে উচ্চ আদালতে বেশ কয়েকটি রায়ও রয়েছে। এসব রায়ের ভিত্তিতে সৌমেন্দ্র ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন করেন। তিনি হৃদরোগে আক্রান্তও হয়েছেন। এই সময়ে কোনওভাবেই পছন্দের এলাকার বাইরে চাকরি করতে পারবেন না। এমনিতেও চাকরির আর সাত মাস রয়েছে। উচ্চ আদালত এই দাবির ভিত্তিতেই বদলির আদেশটি স্থগিত করেছে।

২০০তম সফল অস্ত্রোপচার

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। রাজ্যে অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে ২০০তম অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই হাসপাতাল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, এমনকী বিদেশের রোগীদেরও আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। সাব্রুমের মনু বাজারের বাসিন্দা ২৯ বছর বয়স্ক এক যুবকের সম্প্রতি থাইরয়েডে ক্যান্সার ধরা পড়ে। এ বছর তিনি আগরতলায় অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে চিকিৎসার জন্য আসেন। তার এই টিউমারটি বুকের ভেতর ও গলায় অনেকদূর বিস্তৃত ছিলো। ক্যান্সার শনাক্ত হওয়ার পর চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। এমনভাবে স্ফীতিগুলি ছিলো যে এই অস্ত্রোপচার যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ ছিলো। শেষ পর্যন্ত গত ৯ ডিসেম্বর ক্যান্সার হাসপাতালের অঙ্কোসার্জন ডাক্তার আশিস কুমার গুপ্তা ও ডাক্তার প্রীতেশ রাজীব সিং অস্ত্রোপচার করেন। অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাক্তার মৃণাল কান্তি দেববর্মা ও ডাক্তার পার্থ দেববর্মা। দীর্ঘ ৯ ঘণ্টা ব্যাপী এই সফল অস্ত্রোপচারের পর রোগীকে আইসিইউতে রাখা হয়েছে। বর্তমানে রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। উল্লেখ্য, একের পর এক সফল অস্ত্রোপচারের ফলে রাজ্যে ক্যান্সার হাসপাতালটি রোগীদের বহির্রাজ্যের চিকিৎসার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়েছে। এমনকী বিদেশ থেকেও রোগীরা এই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসছেন। রাজ্য সরকার মুম্বাই এবং নয়াদিল্লি থেকে দু'জন বিশিষ্ট অঙ্কোসার্জন নিযুক্ত করায় ক্যান্সারের দুরূহ অস্ত্রোপচারের সুফল রাজ্যবাসী লাভ করছে।

শহরে মাথায় ছুরি মেরে পালালো নেশা কারবারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। এক যুবকের মাথায় ছুরি মেরে পালাল নেশা কারবারি। এই ঘটনায় থানা মামলা পর্যন্ত নেয়নি। চাঞ্চল্যকর ঘটনা শনিবার রাতে শহরতলি কাঁটাশেওলা এলাকায়। জখম যুবকের নাম চিরঞ্জিত বর্মণ ওরফে রাজীব। তার মাথায় ছুরি মেরেছে কলেজটিলার বাসিন্দা জয়ন্ত সোম। এই অভিযোগ করেছেন চিরঞ্জিত নিজেই। রাতে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছেন তিনি। অল্পেতে ছুরির আঘাত থেকে গুরুতর জখম হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। চিরঞ্জিত জানান, কাঁটাশেওলা এলাকার বহু যুবক নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। এই এলাকাতে জয়ন্ত প্রত্যকদিন ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট বিক্রি করে। তার কারণেই গোটা এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এই কারণেই রাতে পরিকল্পনা করা হয় জয়ন্তকে হাতেনাতে ধরা হবে। এই উদ্দেশ্যেই তাকে কাঁটাশেওলা এলাকায় হাতেনাতে ধরে ফেলা হয়। চিরঞ্জিত জাপটে ধরে ফেলেন নেশা কারবারিকে। তার পকেট থেকে ব্রাউন সুগারের কৌটো পাওয়া গেছে। এ নিয়েই তাকে জিজ্ঞাসা করার সময়ই ছুরি বের করে চিরঞ্জিতের মাথায় মারে জয়ন্ত বলে অভিযোগ। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায় এই নেশা কারবারি। রক্তাক্ত অবস্থায় চিরঞ্জিত ছুটে যান পূর্ব থানায়। কিন্তু পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়নি। এমনকী মামলা পর্যন্ত নেয়নি বলে দাবি করেছেন রক্তাক্ত যুবক। তার আরও দাবি, কাঁটাশেওলা এলাকায় নেশা কারবারি ধরে পুলিশকে দিলেও পর মুহূর্তেই থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যে কারণে নেশা কারবারিদের কিছুতেই তারা জব্দ করতে পারছেন না। উল্টো নেশা কারবারিদের হাতে আক্রান্ত হতে হচ্ছে।

প্রতিবাদী কলম
খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ
7085917851

প্রমোশন ঃ নার্সরা ক্ষুব্ধ

GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE MEDICAL SUPERINTENDENT & HEAD OF DEPARTMENT
AGMC & GBP HOSPITAL, AGARTALA

NO.F.1(2846)-MED/ESTT/GBPH Dated, Agartala, the /12/2021

RELEASE ORDER

In pursuance to order of the Director of Health Service, Government of Tripura, Agartala vide No. F. 2 (1-1941) - DHS/ ESTT /2012 Dated, Agartala the 9th December, 2021 Smti Chandrima Chowdhury, Staff Nurse attached to AGMC & GBP Hospital, Agartala is hereby released from this establishment with effect from the afternoon of 10th December, 2021 with direction to report for duty to the Principal, Nurses Training Institute under AGMC & GBP Hospital, Agartala.

She has Nil day casual leave and Nil days restricted holiday at her credit up to 31.12.2021.

To
Smti Chandrima Chowdhury, Staff Nurse (Acting Sister Tutor)
Nurses Training Institute under
AGMC & GBP Hospital, Agartala
for Kind information & compliance.

Head of Office
AGMC. & GBP. Hospital, Agartala

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। অভিযোগ, চাকরির বয়সে বড়দের ডিঙিয়ে তাদের থেকে ছোট এক নার্সকে নরসিংগড়ে নার্সেস ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বদলি করা হয়েছে। চন্দ্রিমা চৌধুরী নামের এজিএমসি ও জিবিপি হসপিটাল'র স্টাফ নার্সকে ৯ ডিসেম্বর রিলিজ করা হয়েছে মেডিক্যাল কলেজ থেকে, তাকে ১০ তারিখে নতুন জায়গায় কাজে যোগ দিতে বলা হয়েছে। চন্দ্রিমা চৌধুরী সিস্টার টিউটর হিসেবে কাজ করবেন। তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছেন অনেক সিনিয়র নার্সরা। তাদের বক্তব্য এই যে, সিনিয়রিটি অনুযায়ী এই পদে বদলি করাই নিয়ম। কিন্তু যাকে সেখানে বদলি করা হয়েছে, তার থেকে অনেক সিনিয়র'রা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে পড়ে আছেন, যারা এই পদে বদলি হতে চান। তাদের আরও অভিযোগ যে, ইদানীং বিভিন্ন দফতরে প্রমোশন দেয়া হয়েছে, কিন্তু নার্সদের বেলায় তেমন হয়নি। নার্সিং পড়াশোনার জন্য সরকারি কোনও ডিগ্রি কলেজ নেই এই রাজ্যে। ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটগুলি পরিচালনা করা হচ্ছে যেমন-তেমন করে। তাদের আরও অভিযোগ যে, নার্সদের সংগঠন টিএনএআই'র রাজ্য শাখা শাসক দলের লেজুড় হয়ে পড়েছে, ফলে দাবি আদায়ের জন্য আওয়াজ তোলা দূরে থাক, তারা দাবিই জানাতে পারেনি।

আক্রান্ত যুবক, চাঞ্চল্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। নেশা কারবারিদের দখলে চলে যাচ্ছে আইজিএম হাসপাতাল চত্বর। হাসপাতালের সামনেই প্রত্যেকদিন বিক্রি হচ্ছে ব্রাউন সুগার, হেরোইন, ইয়াবা ট্যাবলেটের মতো নেশাদ্রব্য। পুলিশের সামনেই এগুলি বিক্রি হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালের সামনেই কয়েকদিন পর পরই নেশা কারবারিদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে রোগীর পরিজনরাও। শুক্রবার গভীর রাতের পর শনিবারও রাতে নেশা কারবারিদের তাণ্ডবে উত্তপ্ত হয়ে উঠে আইজিএম চত্বর। চার নেশাদ্রব্য বিক্রেতা এক যুবককে বেধড়ক মারধর করে তার থেকে মোবাইল এবং টাকা ছিনতাই করে নেয়। আহত যুবকের নাম রাজু মিয়া। তার বাড়ি দশমীঘাট এলাকায়। আহত যুবক আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই গোটা ঘটনায় আইজিএম হাসপাতাল চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। আগের রাতেও রোগীর এক পরিজন ছিনতাইয়ের শিকার হন। এই ক্ষেত্রে নেশা কারবারিরা যুক্ত বলে অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতাল চত্বরে প্রতিনিয়ত নেশা কারবারিদের আসর জমে। খুব শিগ্‌গিরই পুলিশ কড়া আইনি ব্যবস্থা না নিলে আরও বড় ধরনের অঘটন ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রত্যক্ষদর্শীদের। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাস থেকে প্রায় ৫০০ মিটার দূরে আইজিএম চত্বর নেশাদ্রব্য বিক্রির নিরাপদ আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ।

জোর করে মিসিং ডায়েরি তুলে নিলো থানা-পুলিশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ ডিসেম্বর।। ৭১ দিন আগে নিখোঁজ স্ত্রীকে খুঁজে না দিয়ে জোর করে মিসিং এন্ট্রি তুলে নিতে বাধ্য করলো পুলিশ। আবেদনকারী স্বামীর কাছ থেকে এক প্রকার জোর করেই থানায় এনে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। স্ত্রীকে না পেয়ে থানা চত্বরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন

স্বামী পার্থ সূত্রধর। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সাংবাদিকদের কাছে পার্থ রাধাকিশোরপুর মহিলা থানার ওসি আলপনা সরকার এবং এসআই পূর্ণিমা দাসের বিরুদ্ধে জবরদস্তি মিসিং এন্ট্রি তুলে নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। পার্থ'র বাড়ি পূর্ব গকুলপুর। দশ বছর আগেই সূর্যমণিনগর এলাকার অনিল সূত্রধরের মেয়ে মৌসুমীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিলো। বিয়ের পর তাদের সংসারে এখন আট বছরের একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে। পার্থ জানান, এই বছরের ৩০ অক্টোবর তার স্ত্রী মৌসুমী বাড়ি থেকে বের হয়েছিলো। এরপর থেকে স্ত্রীর আর খবর নেই। এই ঘটনায় পুলিশের সহযোগিতা চেয়ে তিনি রাধাকিশোরপুর থানায় একটি মিসিং ডায়েরিও করেন। এরপর থেকে থানায় বহুবার এসেছেন। কিন্তু পুলিশ প্রত্যেকবারই বিরক্ত প্রকাশ করতো। শনিবার সন্ধ্যায় থানা থেকে পূর্ব গকুলপুর এলাকার কাঠের ব্যবসায়ী শ্যালককে দিয়েই থানায় যেতে খবর দেওয়া হয়। তিনি যথারীতি পুলিশের ডাক পেয়ে থানায় ছুটে যান। সেখানে সাব ইন্‌সপেকটর পূর্ণিমা দাস একটি মোবাইলে ফোন ধরিয়ে দেন। লাউডস্পিকারে এই ফোনের অপর প্রান্ত থেকে এক মহিলা কথা বলছিলেন। নিজেকে মৌসুমী বলে দাবি করেন। কিন্তু পার্থ কিছুতেই এই মহিলা তার স্ত্রী বলে মানতে নারাজ। কারণ, এই মহিলা সাধু ভাষায় কথা বলছিলেন। কিন্তু তার স্ত্রী সাধু ভাষায় কথা বলতে পারেন না। তিনি স্ত্রীকে থানায় এনেই সামনা সামনি কথা বলিয়ে দিতে দাবি করেন। কারণ, তার আট বছরের সন্তানটি মায়ের জন্য প্রতিনিয়ত কান্নাকাটি করে। তিনিও স্ত্রীর জন্য কান্নাকাটি করেন। থানার মধ্যেই কান্নায় ভেঙে পড়েন মাঝবয়সী পার্থ। থানা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি জানান, পুলিশ জোর করে দুটি সাদা কাগজে তার স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। এই সাদা কাগজে তারাই লিখে নেয় মিসিং ডায়েরি তুলে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি এখনও স্ত্রীকে পাননি। অথচ পুলিশ শ্বশুরবাড়ির এক আত্মীয় পিংকি সূত্রধরের স্বামীর (পুলিশের কনস্টেবল) উপস্থিতিতে মিসিং এন্ট্রি জোর করে তুলে নিয়েছেন। এই ঘটনায় তিনি গোমতী জেলা পুলিশ সুপারের কাছেও যাবেন বলে জানিয়েছেন। থানা থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে জোরে কান্নায় ভেঙে পড়েন পার্থ। বিচার কিছুতেই তিনি পাচ্ছেন না বলে দাবি করেছেন। পুলিশ ৭১ দিন ধরে নিখোঁজ স্ত্রীকে খুঁজে বের না করে উল্টো মিসিং এন্ট্রি তুলে নিলো। এখন বিচার তিনি কোথায় পাবেন তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। শুধু তাই নয়, পার্থ আশঙ্কা করছেন, শ্বশুরবাড়ির লোকজনরাই তার স্ত্রীকে অন্য কোথাও জবরদস্তি আটকে রেখেছে।

আগুন আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। শহরে আবারও আগুন আতঙ্ক। এবার ঘটনা পোস্ট অফিসের সামনে। পশ্চিম থানার কাছে বিদ্যুতের একটি খুঁটিতে শনিবার রাতে আগুন ধরে যায়। আগুন দেখে আশপাশের লোকজন দমকলে খবর দেন। দমকলের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বিদ্যুতের খুঁটির নিচেই ফুটপাথে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা দোকান দিয়েছেন। তারাও আগুন দেখে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন। দমকল কর্মীদের বক্তব্য, বিদ্যুতের খুঁটিতে তারের সঙ্গেই পাখি বাসা বেঁধেছিলো। এখানেই সম্ভবত শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন লেগেছে।

নতুন ৬

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। করোনায় নামলো ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা। শনিবার এই সংখ্যা নেমে দাঁড়ালো ৬ জনে। এই সময়ে করোনা মুক্ত হয়েছেন আরও ৯ জন। আক্রান্তদের মধ্যে ৫ জনই পশ্চিম জেলার। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২২৮০ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫৭১ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। আরটিপিসিআর-এ ২ জন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। বাকি ৬ জন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হন। রাজ্যে এখনও ৮০ জন করোনা আক্রান্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এদিকে, দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৭৯৯২ জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন ৩৯৩ জন পজিটিভ রোগী।

একদিনে নিষ্পত্তি ৩৯৬ মামলার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। লোক আদালতে একদিনে নিষ্পত্তি হলো ৩৯৬ টি মামলার। সংগ্রহ হয়েছে ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। শনিবার সরকারি ছুটির দিনে উচ্চ আদালত সহ রাজ্যের সবক'টি আদালতেই লোক আদালত বসে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ৫৪টি কোর্ট গঠন করা হয়। এগুলিতে ২৫৩৮ টি মামলা শুনানির জন্য নেওয়া হয়। লোক আদালতগুলিতে যান দুর্ঘটনা সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ, বৈবাহিক বিরোধ, চেক বাউন্স সহ অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণ আদায় সংক্রান্ত মামলার শুনানি হয়। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব সঞ্জয় ভট্টাচার্য লোক আদালতের ভালো সাড়া পাওয়া গেছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

১২ই ডিসেম্বর হতে ১৮ই ডিসেম্বর

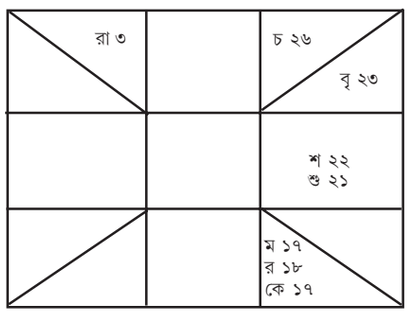

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ড: নির্মল চন্দ্র লাহিড়ীর অ্যাফিমেরিস অনুসারে আলোচ্য সপ্তাহে সৌরমন্ডলে গ্রহ সমাবেশ এরূপ বৃষে সর্বগ্রাসী রাহু কৃত্তিকা নক্ষত্রে। বৃশ্চিকে রহস্যময় কেতু ও দেব সেনাপতি মঙ্গল অনুরাধা নক্ষত্রে এবং গ্রহরাজ রবি জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে। ধনুতে বালকগ্রহ বুধ মূলা নক্ষত্রে। মকরে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ও ক্লীব শনি শ্রবণা নক্ষত্রে। কুম্ভে দেবগুরু বৃহস্পতি ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে। মীনে চন্দ্র উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে শুক্লা নবমীতে অবস্থানরত অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল শাস্ত্রী (আগরতলা), মোবাইল ৯৪৩৬৪৫৪৯৯৫/ ৮৭৮৭৪৪৪৯৩৩ Email ID - sunildasbaran4995 @gmail.com.

মেষ রাশি ঃ রবি ও সোমবার— শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। যেমন আয় তেমন ব্যয় সম্পদের খাতে থাকবে শূন্য। লটারী, ফাটকা, জুয়ায় বিনিয়োগ না করাই ভাল হবে। নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনে অঘটন ঘটতে পারে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার কাছে এসে ধরা দেবে। যে কাজেই হাত দেবেন কমবেশি সফলতা বোধ হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ ফল প্রাপ্ত হবেন। গৃহে আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। শুক্র ও শনিবার— কর্মে সুনাম-যশ ও প্রতিপত্তি বাড়বে। বেকার যুবক-যুবতিগণ কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

বৃষ রাশি ঃ রবি ও সোমবার— অনেক আলোচনার পর উচ্চ বংশের সাথে বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরীকৃত হবে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। ব্যবসায় মুনাফা বাড়বে এবং প্রচার প্রসার ঘটবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— শুভাশুভ মিশ্র ফল পাবেন। ব্যবসায় মজুত মালের দাম ফুলে ফেঁপে উঠবে। মামলা মোকদ্দমায় অর্থ ও শ্রম দুটোই ব্যয় হবে। কোন প্রকার অগ্রগতি হবে না। মন কিন্তু ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও পরোপকারের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে। শুক্র ও শনিবার— ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে সফলতা আপনার কাছে এসে ধরা দেবে। নতুন প্রেম ও বন্ধুত্ব শুভ ফল দেবে। বাণিজ্যিক বা ধর্মীয় ভ্রমণ হতে পারে। আপনার মান-মর্যাদা, যশ অনেকগুণ বাড়বে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

মিথুন রাশি ঃ রবি ও সোমবার— সিজন্যাল রোগ ব্যাধির সাথে পুরাতন রোগ ব্যাধি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসায় মন্দাভাব পরিলক্ষিত হবে। যেমন আয় তেমন ব্যয় সম্পদের খাতে থাকবে শূন্য। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার --- ব্যবসা-বাণিজ্যে ধনাগম হবে। বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের কথা এগিয়ে যাবে। প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম বিবাহের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হবে। নতুন প্রেম ও বন্ধুত্ব শুভ ফল দেবে। শুক্র ও শনিবার— শুভ অপেক্ষা অশুভ ফলের পাল্লা অধিক ভারি হয়ে থাকবে। ভ্রমণকালীন সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্চনীয় হবে। প্রেমিক-প্রেমিকা সতর্কতার সহিত চলাফেরা করুন। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

কর্কট রাশি ঃ রবি ও সোমবার— সন্তানদের গৌরবে গৌরবান্বিত হবেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হয়ে উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলবে। আপনি আপনার প্রতিভা ও মেধার পূর্ণ ফল পাবেন। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ফল পাবেন। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। শত্রুরা আপনার ইমেজ নষ্ট করতে চাইবে। নার্ভ সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সুচিকিৎসকের পরামর্শ নিন। শুক্র ও শনিবার— রাগ-জেদ নিজের আয়ত্তে রাখতে হবে। কারণ পরিনাম ফল খারাপ দাঁড়াতে পারে। প্রেমিযুগলের জন্যে দিন দুটি শুভ ফল দেবে। বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরীকৃত হবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

সিংহ রাশি ঃ ররি ও সোমবার— কলহ বিবাদ উৎকট উৎকট ঝামেলা ও অপ্রীতিকর ঘটনা লেগেই থাকতে পারে। গৃহে শান্তি পেতে গেলে জীবন সাথীর মতামতকে গুরুত্ব দিন। শত্রুরা আপনার ইমেজ নষ্ট করতে সচেষ্ট থাকবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— সন্তানদের বুদ্ধি বলের প্রশংসা পাবেন। তাদের উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ফল পাবেন। আপনার প্রতিভা, মেধা ও বুদ্ধির দ্বারা অনেক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হবেন। শুক্র ও শনিবার— আপনাকে শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে হবে। দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে যানবাহন চলাচলে সতর্কতা অবলম্বন করুন। পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি পেতে পারে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ

কন্যা রাশি ঃ রবি ও সোমবার— ভাই-বোন আত্মীয়-পরিজনদের সাথে দীর্ঘদিনের কলহ বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। হারানো ধন সম্পদ ফিরে পাওয়ার সুযোগ আসবে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— গৃহ শান্তি বজায় রাখতে আপনাকে ছাড় দিতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভবান হবেন। দাম্পত্য সুখ বজায় রাখতে আপনাকে জীবন সাথীর মতামতকে গুরুত্ব দিন। শুক্র ও শনিবার— প্রেমিক প্রেমিকার জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। সন্তানদের মনোবল অনেকগুণ বাড়বে। তাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ আসবে। প্রেম, রোমাঞ্চ বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদুরপ্রসারী হবে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

তুলা রাশি ঃ রবি ও সোমবার— ধন উপার্জনের সকল দিক খুলে যাবে। চতুর্দিক থেকে উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় মনে আনন্দ জাগবে। গৃহবাড়ি, ভূসম্পত্তি ও যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার --- ভাই-বোন আত্মীয়-পরিজনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। হারানো ধন সম্পদ, সম্পত্তি বা ব্যবসা ফিরে পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ বলে বিবেচিত হবে। শুক্র ও শনিবার --- গৃহে কলহকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। কলহ বিবাদ উৎকট উৎকট ঝামেলা ও অপ্রীতিকর ঘটনা লেগেই থাকতে পারে। কর্ম ও ব্যবসায় দায়িত্ব বাড়তে পারে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

বৃশ্চিক রাশি ঃ রবি ও সোমবার---দুর্যোগ কেটে গিয়ে সুদিনের লাগাল পাবেন। আপনার মনোবল অর্থবল ও সুনাম-যশ বাড়বে। দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজে সফলতা বোধ হবে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— ধন প্রাপ্তির সুবর্ণ সুযোগ আসবে। গৃহবাড়ি, ভূসম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। শুক্র ও শনিবার --- ভাই-বোন আত্মীয়পরিজন থেকে সহযোগিতা পাবেন। পাওনা টাকা আদায় হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

ধনু রাশি ঃ ররি ও সোমবার— খরচ, দুশ্চিন্তা, সুখ-দুঃখ, দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দাভাব বিরাজ করতে পারে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— যে কাজেই হাত দেবেন কমবেশি সফলতা বোধ হবে। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। মনোবল, অর্থবলের সাথে সুনাম-যশ বাড়তে পারে। শুক্র ও শনিবার— হারানো বন্ধুত্ব ও ভাঙ্গা প্রেম জোড়া লাগতে পারে। কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাই-বোনের সাথে প্রীতির বন্ধন রচিত হবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

মকর রাশি ঃ রবি ও সোমবার— পাওনা টাকা আদায় হওয়ায় সুযোগ আসবে। গৃহবাড়ি ভূসম্পত্তি বা যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। সন্তানদের সাফল্যে গৌরবান্বিত বোধ হবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— ব্যবসায় মন্দা, কর্মে হয়রানিমূলক দূর বদলি নানাহ অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে পারেন। পরিবারের কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। শুক্র ও শনিবার— হারানো মান মর্যাদা ফিরে পাবেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গৃহবাড়িতে নতুন আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

কুম্ভ রাশি ঃ রবি ও সোমবার— কর্মে সুনাম-যশ প্রতিপত্তি অনেকগুণ বাড়বে। বেকার যুবক-যুবতিরা কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে আলোর মুখ দর্শন হবে। শিক্ষার্থীদের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ আসবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজে সফলতা পাবেন। আপনার মান মর্যাদা প্রতিপত্তি বাড়বে। গৃহবাড়ি ভূসম্পত্তি বা যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসবে। শুক্র ও শনিবার --- খরচ, দুশ্চিন্তা, সুখ-দুঃখ, দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে যানবাহন চলাচলে সতর্কতা অবলম্বন করুন। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

মীন রাশি ঃ ররি ও সোমবার --- ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে সফলতা আপনার কাছে এসে ধরা দেবে। যে কাজেই হাত দেবেন কমবেশি সফলতা বোধ হবে। আপনার সুনাম-যশ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায় আলোর মুখ দর্শন হবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— কর্মক্ষেত্রে কর্তব্য ও দায়িত্ব বেড়ে যাবে। কর্মে সাসপেনশান উঠে যাবে। কর্মের উদ্দেশ্যে দূর ভ্রমণ হতে পারে। বেকার যুবক যুবতিরা সুবর্ণ সুযোগের আশা করতে পারেন। শুক্র ও শনিবার --- আপনার প্রাপ্তি যোগের সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায় শুভফলের আশা করতে পারেন। মামলা মোকদ্দমার রায় পক্ষে আসবে। হারানো সম্পদ ফিরে পাবেন। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

কংগ্রেস ভবনের সামনে শনিবার ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বীর জওয়ান বিপিন রাওয়াত সহ ১৩জনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষ্মী নাগ, কংগ্রেস নেতা প্রশান্ত সেন চৌধুরী, যুবনেতা মহঃ সাহাজান ইসলাম, অরিন্দম ভট্টাচার্য, কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, অমন মিয়া সহ রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব। আগরতলা সহ রাজ্যের অন্যান্য জায়গায়ও ছিল এ কর্মসূচির আয়োজন।

সংযুক্ত কিসান মোর্চার মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের জয় তুলে ধরে আগরতলায় কর্মসূচি সংগঠিত করলো সংযুক্ত কিষান মোর্চা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। শহরে সংগঠিত হলো মিছিল। সিটি সেন্টারের সামনে থেকে শুরু হলো মিছিল। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত হলো সভা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য আহ্বায়ক পবিত্র কর বলেন, স্বাধীন ভারতের বৃহত্তম আন্দোলন কৃষক আন্দোলনের আপাতত সমাপ্তি ঘোষণা হল। ত্রিপুরার আগরতলায় মিছিলের মধ্যে দিয়ে বিজয় উৎসবের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ডাক দিল সংযুক্ত কিসান মোর্চা ত্রিপুরা। মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে প্যারাডাইস চৌমুহনিতে এক সভায় মিলিত হয়। সেখানে গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি জিতেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় সংযুক্ত কিসান মোর্চা ত্রিপুরার আহ্বায়ক পবিত্র কর বলেন ,কৃষক আন্দোলনের আপাতত সমাপ্তি হলেও ত্রিপুরায় শুরু হল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই। এ দাবি করে পবিত্র কর'রা আগামীর কর্মসূচিও ঘোষণা দিলেন। তিনি বলেন, এই কৃষক আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে শৃঙ্খলা, একতা,

আত্মত্যাগ। ৭১৫ জন কৃষক শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই সাফল্যকে ধরে রাখবে এই ঐক্য। পবিত্র কর বলেন, ত্রিপুরার কৃষকের প্রতি অবহেলা করছে রাজ্য সরকার। কৃষকরা বীজ, সার পাচ্ছে না। শ্রী পদ্ধতি চাষ উঠিয়ে দেয়া হয়েছে জলসেচ বন্ধ। রাবার চাষ মুখ থুবড়ে পড়েছে রাবার কেউ কিনতে আসছে না, সরকারের কোনো হেলদোল নেই বলে পবিত্র কর অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, এই কৃষকের সমস্যাগুলো নিয়ে এখানেও মহাপঞ্চায়েত আগামী ২৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে সংযুক্ত কিসান মোর্চার অন্যতম নেতা অশোক ধাওয়ালে বক্তব্য রাখবেন বলে পবিত্র কর জানান। সভার সভাপতি জিতেন চৌধুরী বলেন ২০১৪ সালে বিভাজন ও মেরুকরণের মাধ্যমে যে সরকারটি ক্ষমতায় এসেছিল তারা আজ সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিতে চায়। তিনি অভিযোগ করেন, কৃষকের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন জনবিরোধী সরকার। অন্নদাতাদেরও অধিকার হরণ করার চেষ্টা হয়েছিল।অন্নদাতারা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, সরকারকে শিখিয়েছে কী করে অধিকার রক্ষা করতে হয়। তিনি বলেন, এই জয় আত্মাবিশ্বাসী করে তুলেছে। তিনি অভিযোগ করেন, দুর্বৃত্ত দিয়ে মানুষের অধিকার কেড়ে ক্ষমতা দখল করা যায় না এটা বোঝাতে হবে। অধিকার রক্ষার লড়াই করতে গিয়ে দমনপীড়নের দিকে ঝুঁকে সরকার তাদের জেলে পাঠিয়েছে বলে অভিযোগ করে জিতেন চৌধুরী বলেন, আগামী ২৪ ডিসেম্বর পঞ্চায়েতে জুমিয়া ক্ষেতমজুর কৃষকরা গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের লড়াই এ নামার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবে। এই লড়াই এ সকল অংশের সর্বসাধারণের শামিল হতে জিতেন চৌধুরী আহ্বান জানান। এদিনের মিছিল ও সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণ কর, শ্যামল দে, শঙ্কর দত্ত , রতন দাস ও যুধিষ্ঠির দাস সহ অন্যান্যরা। আগামী ২৪ ডিসেম্বর তৃণমূলস্তরে কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়েছে সংযুক্ত কিষান মোর্চার তরফে।

বিদ্যুৎ নিগম সংঘের বৈঠক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। টিএসইসিএল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ সংঘের তরফে সভাপতি রতন কুমার দেবনাথ জানিয়েছেন। আগামী ১৯ ডিসেম্বর সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। সংঘের দুর্গা চৌমুহনি বিপণি-বিতানের অফিসে আয়োজিত বৈঠকে সদস্যপদ অভিযান, সামাজিক কর্মসূচি সংক্রান্ত বিষয় সহ সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা হবে। এ বৈঠকে ইএম-সহ সংশ্লিষ্টদের বেলা ১১টায় যথারীতি উপস্থিত থাকতে আহ্বান করেছেন রতন কুমার দেবনাথ।

প্রতিবাদী কলম
খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ
7085917851

বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া,১১ ডিসেম্বর।। রাজ্যের একশোটি বিদ্যালয়কে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত বাস্তবে রূপ দিতে চলেছে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতর। রাজ্যের কোন বিদ্যালয়কে বেসরকারিকরণ করা চলবে না। এই দাবি নিয়ে শনিবার বিদ্যালয় বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে পথে নামলো বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন। গন্ডাছড়া ছাত্র যুব সংগঠনের বিভাগীয় নেতা-নেত্রী সহ কর্মীরা মিছিল নিয়ে বের হয়। গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে সদর বাজারের দূর্গাবাড়ির মুখে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক ললিত মোহন ত্রিপুরা, সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য সন্তোষ চাকমা, গন্ডাছড়া বিভাগীয় সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, কৃষক নেতা অভিলাষ সরকার,যুব নেতা শৈলেশ দাস প্রমুখ। পথসভায় নেতারা বিদ্যালয়কে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতরকে একহাত নেন। অবিলম্বে বিদ্যালয়গুলিকে বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবি জানান।

বটতলায় কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ ইতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সাফল্যকে তুলে ধরে রাজ্যেও প্রচার অভিযান জারি রেখেছে এআইকেকেএমএস। সংগঠনের তরফে বিভুলাল দে বলেছেন, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন সফল হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন প্রত্যাহার করে নিয়েছে। কিন্তু আরও বেশ কয়েকটি দাবি রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের সমস্ত দাবি পূরণ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চললেও ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়ে এদিনের কর্মসূচি সংগঠিত হয়। এটা হচ্ছে, ঐতিহাসিক আন্দোলনের জয়কে সবার কাছে তুলে ধরা। ১১ ডিসেম্বর ছিল বিজয় দিবস। এই পর্বে সুব্রত চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা শহিদ কৃষকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন। বটতলায় ছিল এআইকেকেএমএস-র কর্মসূচি।

হিটলারের শেষ পরিণতি স্মরণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ যে ভাষ্যে সাংবাদিক সম্মেলন শুরু করে বিরোধীদের নিশানা করে আক্রমণ শাণিত করেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ, তার পাল্টা জবাবে ময়দানমুখী ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব স্মরণ করালেন হিটলারের শেষ পরিণতি। মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী যা বলেছেন তার জবাবেই ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন সহ বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠন সমূহের সাংবাদিক সম্মেলন ছিল ছাত্র-যুব ভবনে। নবারুণ দেব বলেছেন, হিটলার, মুসোলিনী-দের শেষ পরিণতি যা হয়েছে এরাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরও তা হবে। শিক্ষামন্ত্রী যে সিদ্ধান্তগুলি শুনিয়েছেন তা হিটলার, মুসোলিনী-দের 'শাসন'কে তুলনা হিসাবে টেনে এনেছেন নবারুণ দেব-রা। এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব বলেছেন, স্কুলগুলি বেসরকারিকরণের লক্ষ্যকে মাথায় রেখেই পলিসি নির্ধারণ করা হয়েছে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের মাধ্যমে বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। যে গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে তার উল্লেখ করে সন্দীপন দেব বলেন, এই নীতি ছাত্র-শিক্ষা বান্ধব নীতি নয়। সন্দীপন দেব দাবি করেছেন, ২০১০ সালে উমাকান্ত অ্যাকাডেমিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন শিক্ষা দফতরের এক পদস্থ আধিকারিক বনমালী সিনহা বিশেষ একটি ঘোষণা করার পর ওই মঞ্চেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার স্কুলের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উমাকান্ত অ্যাকাডেমিকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা ছিল বনমালী সিনহা-র। মানিক সরকার তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন, এভাবে স্কুলে স্কুলে বৈষম্য সৃষ্টি যেন না করা হয়। স্কুলগুলির মধ্যে এই নতুন নীতি বৈষম্যের সৃষ্টি করবে। সন্দীপন দেব বলেন, বাম আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার ফলেই প্রতি কিলোমিটারে স্কুল গড়ে উঠেছে। ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব হিটলারের শেষ পরিণতি উল্লেখ করে দাবি করেন, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী যখন মোহনপুরের একটি ছেলের মৃত্যুর পর আন্তর্জাতিক কিডনি পাচার চক্রের কথা বলেছিলেন তারপরই রাজ্যে পর পর গণধোলাইয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। এই বিষয়গুলি উল্লেখ করে নবারুণ দেব বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে টিবিএসই-র প্রসার ঘটেছিল। তারপর বৃহৎ স্কুলকে নিয়ে টিবিএসই আজ সমৃদ্ধ হয়েছে। এখন টিবিএসই-র সেরা স্কুলকে সিবিএসই-তে নিয়ে যাওয়া হলো। এতে করে ১০০ স্কুলের মধ্যেই দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গুণগত শিক্ষার প্রসার সব শিক্ষালয়ে পৌঁছাবে না কেন—প্রশ্ন নবারুণ দেব-দের। ড্রপআউটের সংখ্যা কমেছে—দাবি শিক্ষামন্ত্রীর। পাল্টা জবাবে নবারুণ দেব বলেন, এটা বাম সরকারের সাফল্যের ফল। এটা বর্তমান সরকারের কৃতিত্ব নয়। উল্লেখ্য, ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেছেন, এরাজ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেও তারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। তারপরও চলছে এই আয়োজন। আগামী ১৪ ডিসেম্বর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ২৪ বারেরও বেশি রক্তদাতাকে সংবর্ধিত করবে ডিওয়াইএফআই। উপস্থিত থাকবেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। টিএসইউ সাধারণ সম্পাদক নেতাজি দেববর্মা বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে সেই নীতি প্রত্যাহার করার দাবিতে আগামী ১৭ থেকে ২৩ ডিসেম্বর গোটা রাজ্যে আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করবে চারটি ছাত্র-যুব সংগঠন। এসএফআই রাজ্য সভাপতি সুলেমান আলি বলেছেন—'শিক্ষা বাঁচাও, ভবিষ্যৎ বাঁচাও' এই কর্মসূচি জারি রাখছে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, উপজাতি যুব ফেডারেশন, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন।

আজ রাতের ওষুধের দোকান
সাহা মেডিসিন সেন্টার
৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৭৫

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

1	9	5	8		7	4	6	2
6	2							
4			6		1			3
	8		2	4	9	1		5
3			1	8	6			7
	1	9	7	5	3	6	8	4
	4							1
8		2	5	1				

সংখ্যা ৩৭৪ এর উত্তর

6	8	1	4	3	2	7	5	9
7	5	2	9	6	8	3	1	4
4	9	3	7	5	1	2	8	6
1	3	4	8	9	6	5	2	7
9	2	7	5	1	3	6	4	8
5	6	8	2	4	7	1	9	3
2	7	5	3	8	4	9	6	1
8	1	9	6	7	5	4	3	2
3	4	6	1	2	9	8	7	5

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহোৎসব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর/আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। শনিবার সন্ধ্যায় গঙ্গা আনয়নের মাধ্যমে মাতাবাড়ি দৈনিক বাজারে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ৫৬ প্রহর নামযজ্ঞ মহোৎসবের সূচনা হয়েছে। রবিবার সকাল ৬টা থেকে শুরু হবে নামযজ্ঞ। এবার তাদের

উৎসব ২৮তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। মহোৎসবে রাজ্যের পাশাপাশি কোলকাতা এবং অসমের কীর্তনীয়া দল নাম সংকীর্তন পরিবেশন করবেন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি সম্পর্কে জানান উদ্যোক্তারা। তারা বলেছেন, মঙ্গলবার একাদশী থাকায় রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন অন্নভোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাছাড়া আগামী শনিবার দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। সব অংশের মানুষকে উৎসবে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মহোৎসব কমিটির সভানেত্রী ঝুলন দাস, সম্পাদক তাপস আচার্য, কোষাধ্যক্ষ রতন পাল, সহ-সভাপতি রবীন্দ্র পাল, কেশব পাল, প্রলয় দে প্রমুখ। অন্যদিকে, আগরতলার লঙ্কামুড়া অঞ্চলের নাগরিকদের উদ্যোগে এবারও ৩২ প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অষ্টম বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর বিকেলে গঙ্গা আনয়ন এবং মঙ্গলঘট স্থাপনের মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা হবে। এদিনই হবে গীতা পাঠ। রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে কীর্তনীয়া দল উৎসবে অংশ নেবে। ৪ জানুয়ারি উৎসব প্রাঙ্গণে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে ৫ জানুয়ারি ভোরে নগর পরিক্রমার মধ্য দিয়ে।

পুলিশ কোয়ার্টারে হাতির তাণ্ডব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ ডিসেম্বর।। হাতির তাণ্ডব তেলিয়ামুড়াবাসীর জন্য খুবই আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জঙ্গল থেকে ক্রমশ হাতির দল লোকালয়ে চলে আসছে। শনিবার রাতে মুঙ্গিয়াকামী থানার কোয়ার্টার চত্বরে ঢুকে পড়ে হাতির দল। দুটি হাতি কোয়ার্টার চত্বরে ঢুকে তাণ্ডব চালায় বলে খবর। পাশাপাশি অন্য হাতিরা তাণ্ডব চালায় পার্শ্ববর্তী জুমবাড়ি এলাকায়। হাতি দেখে পুলিশ কোয়ার্টারের লোকজনের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তারা হাতির তাণ্ডবে খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। জানা গেছে, কোয়ার্টার চত্বরের গাছপালা ভেঙে ফেলেছে হাতির দল। এছাড়াও আরও কিছু জায়গায় তাণ্ডব চালানো হয়। এই ধরনের ঘটনা অন্তত পুলিশ কোয়ার্টার চত্বরে দেখা যায়নি। যে কারণে স্থানীয় নাগরিকরাও আতঙ্কিত হয়ে আছেন। জুমবাড়ি এলাকাতেও হাতির দল কৃষিজমি ধ্বংসের পাশাপাশি বাড়িঘরে তাণ্ডব চালিয়েছে। সৌভাগ্যবশত এদিনের ঘটনায় কেউই হাতির আক্রমণের শিকার হননি। কিন্তু নাগরিকরা বলছেন, যেকোনো দিন তারা আক্রমণের শিকার হতে পারেন। বন দফতরের কর্মীদের কাজকর্ম নিয়েও ক্ষোভ জানিয়েছেন নাগরিকরা। দীর্ঘদিন ধরে বন দফতরের কর্মীদের হাতির সমস্যা সমাধানের দাবি জানানো হচ্ছে। কিন্তু তারা স্থায়ী কোনো সমাধান করতে পারেননি। তাই নাগরিকরা বন দফতরের কাজে একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। স্থানীয়দের মতে জঙ্গলে খাদ্যের সঙ্কট চলছে বলেই হাতির দল লোকালয়ে চলে আসছে। হাতির আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য পরিবার। তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাকমাঘাট, ঘিলাতলী, উত্তর ও দক্ষিণ কৃষ্ণপুর এলাকায় সবচেয়ে বেশি হাতির তাণ্ডব দেখা যায়।

কৃষকদের বিজয় মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ ডিসেম্বর।। সংযুক্ত কিষান মোর্চার কৈলাসহর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে শনিবার বিজয় মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত তিনটি কৃষি আইন বাতিলের কারণেই সংযুক্ত কিষান মোর্চা সারা দেশে বিজয় মিছিল সংগঠিত করছে। এদিন বিকেলে অনুষ্ঠিত মিছিলে অংশ নেন ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কান্তি লাল দেব, রঞ্জিত কুমার নাথ, মুটুক আলি প্রমুখ। মিছিলটি কৈলাসহর সিপিআইএম কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে গার্লস স্কুল রোড, থানা রোড, পানিচৌকি বাজার অতিক্রম করে কৈলাসহর পুর পরিষদ প্রাঙ্গণে সভায় মিলিত হয়। ভাষণ রাখতে গিয়ে রঞ্জিত কুমার নাথ বলেন, দীর্ঘ এক বছর ধরে কৃষকরা তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করেছে। এই আন্দোলন করতে গিয়ে ৭০০'র বেশি কৃষক শহিদ হয়েছেন। এই আন্দোলন প্রমাণ করে দিয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতায় আসীন হলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী জনগণ।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত চারটি দোকান

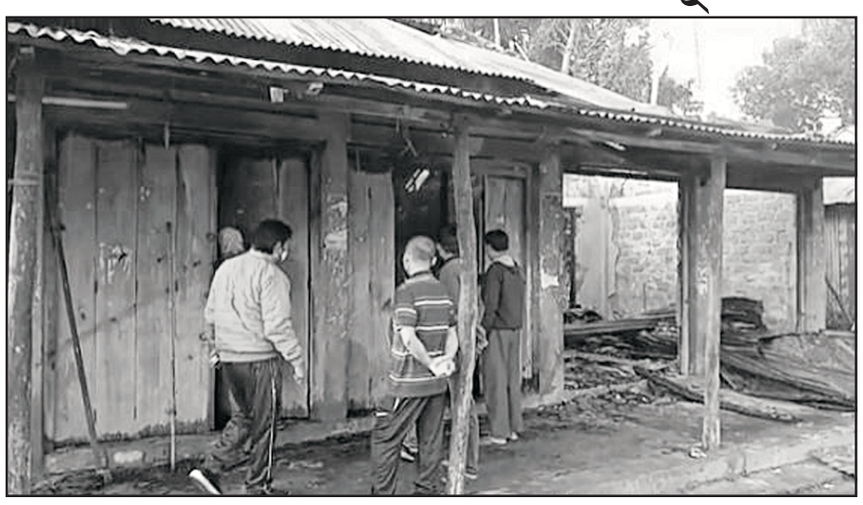

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ১১ ডিসেম্বর।। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেল চারটি দোকান। যার ফলে কয়েক লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শুক্রবার মধ্যরাতে খোয়াই চাম্পাহাওর চৌমুহনি বাজারে এই ঘটনা। রাতে স্থানীয় লোকজন প্রথমে একটি দোকানে আগুন জ্বলতে দেখেন। তার পাশাপাশি অন্য তিনটি দোকানও পরবর্তী সময় ভস্মীভূত হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলির মধ্যে ছিল ডেকোরেটার সামগ্রী, জেরক্স, কাপড় এবং ভুষি মাল। দোকানের সমস্ত কিছু আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। একজন ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিক জানান রাত আনুমানিক ১টা নাগাদ চাম্পাহাওর থানার কয়েকজন পুলিশকর্মী প্রথমে আগুন দেখতে পেয়েছিলেন। তারা নিজেরাই প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আগুন মুহূর্তের মধ্যে বিধ্বংসী রূপ নেয়। যার ফলে পাশের আরও তিনটি দোকানও ভস্মীভূত হয়ে যায়। খোয়াই দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসলেও চারটি দোকান রক্ষা করা যায়নি। তারা অন্য দোকানগুলি আগুনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে রাতে আগুন লাগলো কিভাবে? কেউ কেউ বলছেন, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। তবে পুলিশের তদন্তেই ঘটনার মূল কারণ বেরিয়ে আসতে পারে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছেন। তারা বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়াবেন। এখন ক্ষতিগ্রস্তরা সরকারি সাহায্যের দাবি জানিয়েছেন। প্রশাসনিকভাবে তাদের কিছু আর্থিক সাহায্য করা হলেও এর মাধ্যমে নতুন করে দোকান গড়ে তোলা হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

ফের প্লাস্টিক চাল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ ডিসেম্বর।। আবারও রেশন দোকান থেকে প্লাস্টিক চাল সরবরাহের অভিযোগ উঠে এল। এবার ঘটনা করবুক মহকুমার পোয়াংবাড়ি এডিসি ভিলেজে। স্থানীয় রেশন দোকানদার পুলিন বাহু চাকমা স্থানীয় নাগরিকদের প্লাস্টিকের চাল সরবরাহ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় এক নাগরিক জানান, সপ্তাহখানেক আগে তিনি রেশন দোকান থেকে চাল এনেছিলেন। অন্যান্য সময়ের মত এবারও পরিবারের সদস্যরা চাল বাছতে গিয়ে দেখেন দু'ধরনের চাল মিশ্রিত। সেই চাল রান্না করেও খেতে পারছেন না তারা। কারণ প্লাস্টিক জাতীয় চালগুলি কোনোভাবেই সেদ্ধ হচ্ছে না। তাই এ বিষয়টি সম্পর্কে রেশন ডিলারের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছে। কিন্তু রেশন ডিলার জানিয়েছেন এক্ষেত্রে তার কিছুই করার নেই। কারণ, খাদ্য দফতর থেকে ঠিকেদারের মারফৎ রেশন সামগ্রী তাদের কাছে পাঠানো হয়। বস্তায় কি ধরনের চাল আসছে তা আগে থেকে দেখার কোনো সুযোগ থাকেনা। একই ধরনের অভিযোগ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসছে। কিন্তু খাদ্য দফতরের কর্তারা একটি ঘটনারও সুষ্ঠু তদন্ত করার প্রয়োজন বোধ করছেন না বলে অভিযোগ।

অসহায় পরিবারের ভরসা বনের লতাপাতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ ডিসেম্বর।। সমাজের দরিদ্র অংশের মানুষের জন্য সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প চালু আছে। কিন্তু সব অংশের মানুষেরা ওইসব প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পান না। এর পেছনে অবশ্যই রাজনৈতিক কারণ অন্যতম। কিন্তু সব ক্ষেত্রে যে রাজনৈতিক কারণ লুকিয়ে থাকে তাও নয়। অন্তত তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের নোনাছড়া ভিলেজের হামপাইলা এলাকার বীরকুমার রিয়াংয়ের পরিবারকে বঞ্চিত করে রাখার পেছনে কোনো রাজনৈতিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে কেন সেই পরিবার আজও বঞ্চিত? বীর কুমার রিয়াং জন্মসূত্রে দিব্যাঙ্গজন। স্বাভাবিকভাবেই অন্য চার-পাঁচজনের মত তিনি কায়িক পরিশ্রম করতে পারেন না। তবে সংসার পরিচালনার জন্য শারীরিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তাকেই দিনভর ঘাম ঝরাতে হয়। জুমচাষ করেই ওই পরিবারটি বেঁচে আছে। সেই সাথে বনের লতাপাতা সংগ্রহ করেই তারা বেঁচে থাকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, হতদরিদ্র পরিবারটির রেশন কার্ড থাকলেও সেটি এখনও এপিএল। আর কতটা গরিব হলে বিপিএল কার্ড দেওয়া হয় তা এখন জানতে চাইছেন বীর কুমার রিয়াং। তিনি জানান, বনের লতাপাতা সংগ্রহ করে সেগুলি বাজারজাত করেই সংসার চলছে। স্বামী-স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যাসন্তানটি মিলেই বছরের কিছু সময় জুমচাষ করেন। রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটলেও গরিব অংশের মানুষের জীবন-জীবীকার যে পরিবর্তন ঘটেনি তার প্রকৃত উদাহরণ বীর কুমার রিয়াং-এর পরিবার। দীর্ঘদিন আগে সরকারের কাছে একটি বসতঘর নির্মাণ করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল পরিবারটি। কিন্তু প্রকৃত সুবিধাভোগীদের তালিকায় তাদের নাম নথিভুক্ত হয়নি। যে কারণে এখনও বাঁশপাতা দিয়ে গড়ে তোলা ছাউনির নিচেই তাদেরকে রাত কাটাতে হচ্ছে। জানা গেছে, ওই এলাকায় আগে ছনের ঘর তৈরি করা হতো। কিন্তু এখন ছন খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বাধ্য হয়ে বাঁশপাতা ব্যবহার করে ঘর কিংবা ছাউনি তৈরি করছেন বীর কুমার রিয়াং-এর মত গরিব অংশের মানুষেরা। তারা জানতে চাইছেন কিভাবে সরকারি ঘর পেতে পারেন। কিন্তু তাদেরকে সাহায্য করার মত কেউই এখনও এগিয়ে আসেননি।

দুটি গাড়ির সংঘর্ষে আহত দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১১ ডিসেম্বর।। দুটি গাড়ির সংঘর্ষে আহত হলেন দুই যুবক। শনিবার সন্ধ্যায় সিপাহিজলা নৌকাঘাট সংলগ্ন জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা। টিআর০১বিসি০৪৭৮ নম্বরের একটি গাড়ি আগরতলা থেকে উদয়পুর যাচ্ছিল। অপরদিক থেকে আসা টিআর০৩জি১৭৬০ নম্বরের গাড়ির সাথে সেটির ধাক্কা লাগে। যার ফলে গাড়িতে থাকা দুই যুবক গৌরহরি মলসম (৩৫) এবং দিজা মলসম (২৫) আহত হন। দু'জনকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। দুর্ঘটনায় দুটি গাড়ি কমবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সর্বস্বান্ত রাবার ব্যবসায়ী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১১ ডিসেম্বর।। চোরের দলের কু-নজরে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন এক রাবার ব্যবসায়ী। মোহনপুর মণিপুরী চৌমুহনিতে ব্যবসায়ী হারাধন দেবনাথের গোডাউনে হানা দেয় চোরের দল। গোডাউন থেকে চুরি করে নিয়ে যায় প্রায় ২২ লক্ষ টাকার রাবার শিট। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি শেষবার গোডাউনে এসেছিলেন। বাড়ি যাওয়ার সময় তালা ঝুলিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শনিবার সকালেই গোডাউনে এসে দেখতে পান রাবার শিট উধাও। প্রায় ১৫ টন রাবার শিট নিয়ে যায় চোরের দল। সকালেই ঘটনাটি সিধাই থানার পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত করে যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চুরির ঘটনার কুলকিনারা করতে পারেনি পুলিশ। মোহনপুরের বিভিন্ন জায়গায় এভাবেই একের পর এক ঘটনা ঘটছে। কিন্তু পুলিশের খামখেয়ালিপনায় নাগরিকরা খুবই আতঙ্কিত। গোডাউন মালিক হারাধন দেবনাথ-সহ স্থানীয় নাগরিকরা এতটাই বীতশ্রদ্ধ যে তারা কারোর উপরই ভরসা করতে পারছেন না। ১৫ টন রাবার শিট চুরি করে নিয়ে যেতে অবশ্যই গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ গাড়ি ছাড়া এত বেশি পরিমাণ রাবার শিট নিয়ে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন উঠছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে গাড়ি করে রাবার শিট নিয়ে গেলো চোরের দল? পুলিশ যদি সঠিকভাবে ঘটনার তদন্ত করে তাহলে অবশ্যই চোরদের জালে তোলা সম্ভব। কিন্তু নাগরিকরা মনে করছেন বিগত দিনের ঘটনাগুলির তদন্ত প্রক্রিয়া যেহেতু এগিয়ে যায়নি, এবার হারাধন দেবনাথের রাবার শিট চুরি কাণ্ডের তদন্তও সহসাই শেষ হবে না।

টিন ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১১ ডিসেম্বর।। চলন্ত গাড়ি থেকে ঢেউ টিন ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন এক মহিলা। তার নাম স্বপ্না বিশ্বাস। বাড়ি গন্ডাছড়া সরমা মন্ডল পাড়া। শনিবার সকালে স্বপ্না বিশ্বাস পায়ে হেঁটে গন্ডাছড়া বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। নারায়ণপুর চৌমুহনি বাজারের কাছাকাছি আসতেই একটি গাড়ির উপর থেকে ঢেউ টিন ছিটকে পড়ে। এতে গুরুতরভাবে আহত হন পথচারী স্বপ্না বিশ্বাস। প্রত্যক্ষদর্শীরা আহত মহিলাকে উদ্ধার করে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে মহিলার কোমরে ২৫টি সেলাই লেগেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে মহিলার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে হাসপাতালে ছুটে যান বিজেপি'র রাইমাভ্যালি মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক আদিত্য সরকার। তিনি আহত মহিলার চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে চিকিৎসকদের সাথে কথা বলেন। পাশাপাশি সব ধরনের সরকারি সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

হিন্দু যুব সেনার সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ১১ ডিসেম্বর।। ভারতীয় হিন্দু যুব সেনার উদ্যোগে উত্তর জেলার কালাছড়া ব্লকের লক্ষ্মীনগর কমিউনিটি হলে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠান শেষে হয় দেশাত্মবোধক উদ্বোধনী সঙ্গীত। এদিনের সম্মেলনে সংগঠনের প্রদেশ সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন গৌরীপুরের বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি প্রবীণ জয়েন, রাজস্থানের প্রভারী নির্ভয়নাথ যোগী, পলাশ চৌধুরী প্রমুখ। সম্মেলনে ভাষণ রাখতে গিয়ে নেতারা বলেন, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র এবং গো-মাতাকে রাষ্ট্রীয় মাতা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করার লক্ষ্যেই তাদের প্রয়াস। ২০১৭ সালের শেষ দিকে ত্রিপুরায় হিন্দু যুব সেনার বিস্তার লাভ করলেও তেমনভাবে প্রচারে আসেনি। তাই পুনরায় নতুন উদ্যামে রাজ্যে সংগঠন বিস্তারের জন্য নানান কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন নেতারা।

ধর্ষিতা নাবালিকা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১১ ডিসেম্বর।। পর পর দু'দফায় ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১৭ বছরের স্কুল ছাত্রী। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার এই ঘটনায় অভিযুক্ত যুবককে পুলিশ শনিবার রাতেই গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেছে নির্যাতিতার অভিভাবকরা। জানা গেছে, নির্যাতিতা নাবালিকা উত্তর জেলার হাফলং-এ পড়াশোনা করে। গত আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে মেয়েটি ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল। রাজেন মলসম নামে অভিযুক্তের দুই সন্তানকে পড়ায় ওই নাবালিকা। সেই কারণেই অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়েছিল মেয়েটি। অভিযোগ, তখনই রাজেন মলসম ওই নাবালিকার উপর প্রথম দফায় নির্যাতন চালায়। পরবর্তী সময় অভিযুক্ত রাজেন মলসম নাবালিকার বাড়িতেও এসেছিল। প্রথম ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর পুনরায় নাবালিকার উপর নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। শনিবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া থানায় গিয়ে রাজেন মলসমের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ অভিযোগ হাতে পেয়ে রাজেন মলসমকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসে। অভিযুক্তকে রবিবার আদালতে পেশ করা হবে বলে খবর। নাবালিকার পরিবার অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

Azadi Ka Amrit Mahotsav

GOVERNMENT OF TRIPURA
TRIBAL WELFARE DEPARTMENT
INVITATION

Sir/ Madam,

Your gracious presence is cordially requested in the occation of. Distribution of Certificate Under **"One Time Financial Support Scheme"** to the eligible ST Students for the Academic Year 2020-21 to be held on 14th day of December, 2021 at 10.30am in Dasarath Bhawan, Agartala.

The following dignitaries will grace the occasion by their kind presence in the programme :-

Inaugurator & Chief Guest : **Shri Mevar Kumar Jamatia,** Hon'ble Minister, Tribal Welfare and Fisheries Department.

President : **Shri Puneet Agarwal, IAS** Principal Secretary

Your gracious presence in the ceremony is sincerely and earnestly solicited.

[Dr. Vishal Kumar, IAS]
Director
Tribal Welfare Department

ICA/D-1423/21

NOTICE INVITING e-TENDER

TENDER REF. NO. F.6 (34)/CTI/Store/2019/L-II/6367
Dt. 08/12/2021

TENDER FOR "Supply of Miscellaneous Spare Parts for Disaster Management Equipment's" under Workshop, Central Training Institute, East Gakulnagar, Sepahijala, Tripura"

A Tender hereby invited on behalf of the Central Training Institute. East Gakulnagar, Sepahijala Tripura from bonafide reputed and experience Manufacturer/ Supplier/Authorized Dealer **for "Supply of Miscellaneous Spare Parts for Disaster Management equipment's"** under Workshop, Central Training Institute, East Gakulnagar, Sepahijala, Tripura"

The details of tender, list of miscellaneous spare parts with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in) The last date/time of submission of the tender documents by online is 29/12/2021 up to 3:00 pm. All future modification /corrigendum shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.

Sd/- Illegible
[Lucky Chauhan IPS]
Commandant
Central Training Institute
East Gakulnagar, Sepahijala,

ICA-C-2909/21

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 20/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22 Dated. 04.12.2021

The Executive Engineer, PWD(R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar invites item rate tender from the eligible bidders up to 3.00 PM 24-12-2021 for 2(two) nos works during the 2021-202, (1) DNIT No. 60/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22 (2) DNIT No. 61/EE/DD/PWD(R&B)/2021-22. Bid details can be seen in the office of the Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura, w.e.f. 04-12-2021 to 23-12-2021 and opening of tender on 24-12-2021 up to 16.00 PM if possible.

For and on behalf of the Governor of Tripura

Sd/- Illegible
(Er. Sukamal Chakma)
Designation:- Executive Engineer
Dharmanagar Division,PWD (R & B)
Dharmanagar, North Tripura

ICA-C-2907-21

PRESS NOTICE INVITING TENDER No :- 06/EE/DWS/KMP/2021-22 Dt:- 02/12/2021

Separate sealed tenders are invited on behalf of the "Governor of Tripura" from enlisted Contractor's/ Firms of Tripura PWD/TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other state PWD and firms in FORM No. 8 (eight) for the following works up to **30-12-2021 at 3.00 pm :-**

Sl. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1.	DNIT No: 13/EE/DWS/KMP/2021-22	Rs. 4,93,000/-	Rs. 4,930/-	120 (one Hundred twenty) Days.
2.	DNIT No: 14/EE/DWS/KMP/2021-22	Rs. 4,93,000/-	Rs. 4,930/-	120 (one Hundred twenty) Days.
3.	DNIT No: 15/EE/DWS/KMP/2021-22	Rs. 4,93,000/-	Rs. 4,930/-	120 (one Hundred twenty) Days.
4.	DNIT No: 16/EE/DWS/KMP/2021-22	Rs. 4,93,000/-	Rs. 4,930/-	120 (one Hundred twenty) Days.
5.	DNIT No: 17/EE/DWS/KMP/2021-22	Rs. 4,93,000/-	Rs. 4,930/-	120 (one Hundred twenty) Days.
6.	DNIT No: 18/EE/DWS/KMP/2021-22	Rs. 4,93,000/-	Rs. 4,930/-	120 (one Hundred twenty) Days.
7.	DNIT No: 19/EE/DWS/KMP/2021-22	Rs. 4,93,000/-	Rs. 4,930/-	120 (one Hundred twenty) Days.

Last date for submission of application for tender form is :- ***23-12-2021*** *& last date of tender form issue is upto :-28-12-2021 and Tender Dropping Date is upto 3.00 PM on* ***30-12-2021.***

All details can be seen in the office of the undersigned. Tender form can be obtained & may also be dropped in Agartala, DWS Division -I and Rig Division Agartala.

(For & on behalf of the Governor of Tripura)

Sd/- illegible
(Er. B. Debbarma)
Exeuctive Engineer
DWS Division Kamalpur
Dhalai Tripura

ICA-C-2917-21

জানা অজানা

আদিম অণুজীবেরা জেগে উঠছে

পর্ব ১

মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা একমাত্র গ্রহের নাম পৃথিবী। বিজ্ঞানীরা কিন্তু প্রতিনিয়ত অন্যান্য গ্রহে প্রাণের খোঁজ করছেন নানাভাবে। কিন্তু পাননি সেরকম কিছু। আবার পৃথিবীতেও আমরা মানুষেরাই একমাত্র প্রাণী নই। মানুষের পাশাপাশি অসংখ্য প্রজাতির জীব রয়েছে পৃথিবীতে। এককোষী থেকে শুরু করে বহুকোষী, নানা ধরনের প্রাণী। আমরা পৃথিবীতে আসার বহুকাল আগে থেকেই বহাল তবিয়তে পৃথিবীতে বাস করছে এরা। এর ভেতরে আছে অসংখ্য প্রজাতির ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি। সৃষ্টির শুরু থেকেই তাদের সঙ্গে আমাদের সহাবস্থান। বর্তমান সময়ে আমাদের অতিপরিচিত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়াই শুধু নয়, সুপ্রাচীন কালের অসংখ্য অণুজীব পৃথিবীর দুই মেরুর বরফের পার্মাফ্রস্টে রয়েছে সুপ্ত অবস্থায়। জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে তারা যেকোনো সময় জেগে উঠতে পারে, ঘটাতে পারে পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয়। বুবনিক প্লেগ থেকে স্মলপক্স, বারবার ইতিহাসে মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে অণুজীবেরা। প্রতিবারই আমরা ধীরে ধীরে, আক্রান্ত হতে হতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে এসব মহামারীর সঙ্গে লড়াই করে টিকে গেছি। তবে বারবার দেখা গেছে, অণুজীবগুলো আমাদের আক্রান্ত করার নতুন কোনো না কোনো উপায় তৈরি করে ফেলেছে!

স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিংয়ের পেনিসিলিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রথমবারের মতো মানুষের হাতে আসে অ্যান্টিবায়োটিক। এর মাধ্যমে বেশ কিছু ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছি আমরা। তারপর পেরিয়ে গেছে প্রায় একশ বছর। ইতিমধ্যে ব্যাকটেরিয়াও বিবর্তিত হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স তৈরির মাধ্যমে। আবার আমাদের দেহেও তৈরি হয়েছে এদের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি। এই যুদ্ধের হয়তো কোনো শেষ নেই। তবে এসব অণুজীবের সঙ্গে কীভাবে টিকে থাকতে হয়, তা আমরা মোটামুটি শিখে ফেলেছি। তবে চিন্তা করে দেখুন, আমরা যদি এমন কোনো প্রাণঘাতী অণুজীব দিয়ে আক্রান্ত হই, যারা প্রায় হাজার বছর ধরে বরফের ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় ছিল? অথবা যে অণুজীবের সঙ্গে আমাদের আগে কখনো পরিচয় ছিল না? কী ঘটবে তখন?

দুই

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন পার্মাফ্রস্টের বরফমিশ্রিত মাটি গলে যেতে পারে, যা প্রায় কয়েক হাজার বছর হিমায়িত অবস্থায় ছিল। তখন এই গলে যাওয়া মাটি থেকে থেকে মুক্ত হবে প্রাচীন সে সব ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস। এই অণুজীবগুলো তখন সুপ্তাবস্থা থেকে বিকশিত হতে শুরু করবে। ২০১৬ সালের আগস্ট মাসের কথা। সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল। আর্কটিক সার্কেলের ইয়ামাল পেনিনসুলায় অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১২ বছরের একটি ছেলে হঠাৎ মারা যায়। পাশাপাশি, হাসপাতালে ভর্তি হয় ২০ জনের বেশি। সবার প্রায় একই ধরনের লক্ষণ ছিল। রোগটির নাম অ্যানথ্রাক্স। প্রশ্ন হলো, এ এলাকায় অনেকদিন অ্যানথ্রাক্সের উপদ্রব ছিল না। তাহলে নতুন করে এতগুলো মানুষ আক্রান্ত হলো কীভাবে? প্রচলিত মতবাদটি হলো, প্রায় ৭৫ বছর আগে একটি রেইনডিয়ার অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তার দেহাবশেষ বিশেষ ধরনের হিমায়িত মাটির ভেতর আটকে পড়ে, যাকে আমরা বলি পার্মাফ্রস্ট। এতগুলো বছর তা অবিকৃতই ছিল। কিন্তু ২০১৬ সালের ভয়ানক হিটওয়েভে এটি গলতে শুরু করে। ফলে ভেতরে আটকে থাকা সেই রেইনডিয়ারের মৃতদেহের অংশবিশেষ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে প্রকৃতিতে। তার ভেতরের মারাত্মক সংক্রামক অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে মাটি ও পানিতে। এভাবে জীবাণুটি ঢুকে পড়ে সেখানকার খাদ্য শৃংখলের ভেতরে। সেখান থেকে সে অঞ্চলে চরে বেড়ানো প্রায় ২০০০ রেইনডিয়ারের শরীরে বাসা বাঁধে অ্যানথ্রাক্স। যারা সেসব হরিণের মাংস খেয়েছে, তাদের অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হওয়া মোটেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমাদের ভয় এটাই। এতক্ষণ যে ঘটনাটির কথা বললাম, তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

আমাদের এই পৃথিবী প্রতিদিন আরও উত্তপ্ত হচ্ছে। গ্রিনহাউজ প্রভাব, ওজন স্তরের ক্ষয়, বন উজাড়, শিল্প কারখানায় প্রচুর পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ ইত্যাদি কারণে পৃথিবীতে তাপ আটকে পড়ছে। তাতে অসহনীয় করে তুলছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। এই অস্বাভাবিক তাপমাত্রা পৃথিবীর অধিকাংশ পার্মাফ্রস্টকে গলিয়ে ফেলতে পারে। সাধারণ অবস্থায় গরমের সময় প্রায় ৫০ সেমি পুরুত্বের পার্মাফ্রস্ট গলে যেতে পারে। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে আজ পার্মাফ্রস্টের পুরনো স্তরগুলোও উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে প্রকৃতিতে।

বরফ হয়ে জমে থাকা পার্মাফ্রস্টের মাটিতে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাকটেরিয়া জীবিত থাকতে পারে। সেটা হতে পারে মিলিয়ন বছরও! কারণ, প্রচন্ড ঠান্ডা, কালো এসব পার্মাফ্রস্টে কোনো অক্সিজেন থাকে না। তার মানে, এই উষ্ণায়নের ফলে বরফ গলে গিয়ে খুলে যেতে পারে জটিল সব রোগের জীবাণুভর্তি প্যান্ডোরার বাক্স। তার ওপর, পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় আর্কটিক সার্কেলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বেশি।

শুধু বিংশ শতাব্দীতেই মিলিয়নের বেশি রেইনডিয়ার অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। এতগুলো প্রাণীর সৎকারের জন্য গভীর গর্ত খোঁড়া বেশ কঠিন। তাই মৃতদেহের অবশেষগুলো মাটির ওপরের স্তরেই কোনোরকমে

ক্রমশ —

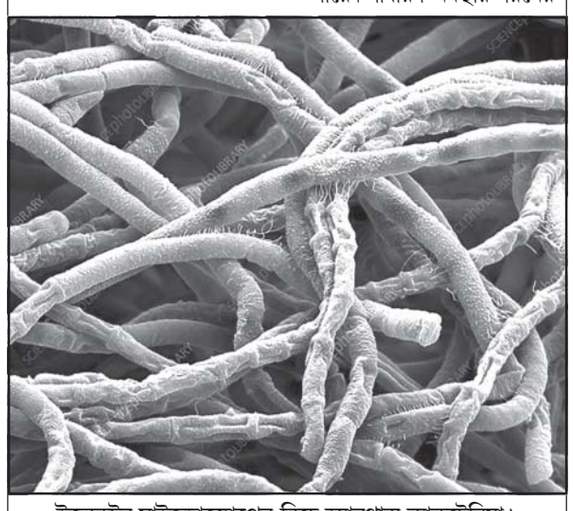

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে অ্যানথ্রাক্স ব্যাকটেরিয়া।

ঘরমুখো কৃষকরা

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর।। দাবিপূরণ হয়েছে। এবার ঘরে ফেরার পালা। 'নেতা'-রা বলেছিলেন, বাড়ি ফেরা হবে শনিবার। কিন্তু আর যেন তর সইছিল না দিনের পর দিন ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বসে থাকা কৃষকদের। তাই লক্ষ্মীবারে শান্তির বার্তা আসার পরই বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছেন আন্দোলনকারী কৃষকেরা। শনিবার সকালেও দিল্লি সীমানায় দেখা গিয়েছে একই দৃশ্য। গাজিপুর, সিংঘু, টিকরি সীমানার তাঁবু গোটানো শুরু হয়ে গিয়েছে। একে একে রাজধানী ছাড়ছে বহু ট্রাক্টর। জেনারেল বিপিন রাওয়াতের শেষকৃত্যের সম্মানে খাতায়-কলমে সেলিব্রেশন না হলেও বিক্ষিপ্তভাবে হয়েছে ছোট ছোট 'সেলিব্রেশন'-ও। ঢোল-নাকাড়ার তালে হয়েছে ভাঙড়াও। শুক্রবার সকাল থেকেই পুরোদমে চলেছে 'প্যাকিং'। সারি সারি ট্রাক্টর-ট্রলিতে উঠতে শুরু করেছে গত এক বছরের সংসার। সংযুক্ত কিষান মোর্চা (এসকেএম)-র শীর্ষনেতৃত্ব জানাচ্ছে, ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে আন্দোলনকারীরা ফিরে যাবেন। আর সকলে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরই ১৫ তারিখ সকালে ফিরবেন কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েত'রা। এ তো না হয় গেল সাধারণ আন্দোলনকারীদের হাল হকিকত, নেতারা অবশ্য আনন্দের আতিশয্যে ভেসে যেতে নারাজ। তাঁদের দায়িত্ব যেন বেড়ে গিয়েছে আরও। তাঁদের সাফ বক্তব্য, সওয়া এক বছর আগে যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এক বছর আগে যখন শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে দিল্লিতে ঢুকতে গিয়ে লাঠি খেতে হয়েছিল, তখনও পর্যন্ত তাঁরা কেউ ছিলেন পাঞ্জাব, কেউ হরিয়ানা, কেউ বা উত্তরপ্রদেশ, কেরল, বাংলার কৃষক। তবে এখন তাঁরা সংযুক্ত কিষান মোর্চা। যারা ভারতে আন্দোলনের নতুন অধ্যায় চালু করেছে। যারা রাষ্ট্রের চোখে চোখ রেখে নিজেদের হক আদায় করে তবেই ছেড়েছে। অখিল ভারতীয় কিষান সভার কোষাধ্যক্ষ তথা এসকেএম-এর প্রথম সারির অন্যতম নেতা পি কৃষ্ণপ্রসাদ বলছিলেন, "যেদিন আমরা এসেছিলাম, সেদিন রাষ্ট্র লাঠি দিয়ে বরণ করেছিল। ফেরার সময় সবাই ফুল দিয়ে বিদায় জানাবে। এটাই পার্থক্য। এই দু'টো ছবিই যা বলার বলে দিচ্ছে। মোদির অশ্বমেধের ঘোড়ায় আমরাই লাগাম লাগালাম। প্রমাণ করে দিলাম সত্যের কাছে কোনও কিছুই অটল নয়।" আগের দিনই রাকেশ টিকায়েত জানিয়েছিলেন, এসকেএম শুধু কৃষক সমস্যায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। দেশের যে কোনও প্রান্তে যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হবে তারা। সেসব অবশ্য ভবিষ্যতের গর্ভে। আপাতত শনিবারের সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বিজয় উৎসব। লাড্ডু ও ক্ষীর দিয়ে মিষ্টিমুখ করে 'ঘর ওয়াপসি'।

সফল পিনাকা রকেটের পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর।। সীমান্তে শত্রুর মোকাবিলা করতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পথে নতুন করে এক ধাপ এগোল ভারত। পোখরানে পিনাকা রকেট লঞ্চার সিস্টেমের সফল পরীক্ষা করলো ডিআরডিও। গত ৩ দিন ধরে চলছিল এই পরীক্ষা। শনিবার এক বিবৃতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একথা জানিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, সেনার সঙ্গে যৌথভাবে এই পরীক্ষা চালিয়েছে ডিআরডিও। টানা বেশ কয়েকটি পরীক্ষা চালানো হয়েছে। বিভিন্ন দূরত্বে পিনাকা রকেটগুলি নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রতিটি ট্রায়ালেই লক্ষ্যভেদ সফল। বিভিন্ন মাত্রার ২৪টি রকেট ছোঁড়া হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে ওই বিবৃতিতে। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল নতুন করে বর্ধিত পরিসীমার রকেটের পরীক্ষা। এই সিস্টেম থেকে ৪২ সেকেন্ডে নিক্ষেপ করা যায় ৭২টি রকেট। কী বিশেষত্ব এই রকেটের? শত্রু শিবিরে হামলার পাশাপাশি বিভিন্ন গাড়িতে আক্রমণ করে লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ হতে পারে এই রকেটগুলি। এই ধরনের রকেট অবশ্য নতুন নয়। বহু দিন ধরেই পিনাকা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বড় ভরসা। গত এক দশক ধরে নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে এই রকেট। গত বছরের মে মাস থেকে লাদাখে চিনা আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর তাদের মোকাবিলা করতে এই রকেট লঞ্চার সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটিকেও বদলানো দরকার হয়ে পড়েছিল।

প্রত্যেক গৃহকর্তীকে মাসে ৫০০০, গোয়া জিতলে 'গৃহলক্ষ্মী' প্রকল্পের ঘোষণা

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর।। লক্ষ্মীর ভান্ডারের পরে এবার গৃহলক্ষ্মী কার্ড। তবে পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোয়ায়। গোয়া তৃণমূলের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, আগামী বছর বিধানসভা ভোটে জিতে সে রাজ্য ক্ষমতায় এলে প্রতি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাকে মাসে ৫,০০০ টাকা দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, বাংলার চালু হওয়া লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে প্রত্যেক পরিবারের গৃহকর্তীকে মাসে ৫০০ টাকা দেওয়া হয়। গোয়া তৃণমূলের তরফে টুইটারে লেখা হয়েছে, 'প্রতিটি পরিবারের মাসিক আয় নিশ্চিত করতে গোয়া তৃণমূল গৃহলক্ষ্মী কার্ড চালু করেছে। এই মাসিক আয় সহায়তা প্রকল্পে প্রতিটি পরিবারের এক জন মহিলাকে মাসে সরাসরি ৫,০০০ টাকা (বছরে ৬০ হাজার) দেওয়া হবে।' তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটারে গোয়ার মহিলাদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রকল্পের কথা জানিয়ে টুইটারে লিখেছেন, 'গৃহলক্ষ্মী প্রকল্পের ঘোষণা করতে পেরে আমি খুশি। গোয়ার প্রতিটি পরিবারের মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' গোয়া তৃণমূল জানিয়েছে, গৃহলক্ষ্মী প্রকল্পের আওতায় গোয়ার সাড়ে তিন লক্ষ পরিবারকে আনা হবে। এর জন্য বছরে খরচ হবে দেড় থেকে দু'হাজার কোটি টাকা। যা দেশের ক্ষুদ্রতম (আয়তনের নিরিখে) রাজ্যের বার্ষিক বাজেটের ৬ থেকে ৮ শতাংশ। গোয়ার বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত নভেম্বর মাস থেকেই সে রাজ্যে 'সরকার তুমচ্চা দারি' প্রকল্প চালু করেছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, সরকারি সুযোগ-সুবিধা সরাসরি মানুষের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালু করা প্রকল্প আদতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচির নকল।

১৪৪ ধারা জারি মুম্বইয়ে

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর।। দেশে এ পর্যন্ত সর্বাধিক করোনা সংক্রমণ হয়েছে মহারাষ্ট্রে। দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কায় প্রবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল রাজ্যটি। নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যাতেও বাকি রাজ্যগুলোকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে মহারাষ্ট্র। দেশে এ পর্যন্ত ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা ৩২। এর মধ্যে ১৭টি কেস মহারাষ্ট্রের। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মুম্বইয়ে ৪৮ ঘণ্টার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করল প্রশাসন। শনিবার এবং রবিবার মুম্বই কমিশনারেট অঞ্চলের মধ্যে কোনও জমায়েত করা যাবে না। চলবে না কোনও পদযাত্রা কিংবা প্রতিবাদ সভা। নির্দেশনামায় বলা হয়েছে, "ওমিক্রন থেকে মানব জীবন বাঁচাতে এবং সেই সঙ্গে অমরাবতী, মালেগাঁও এবং নান্দেদে হিংসার পরবর্তীতে আইন-শৃঙ্খলা সুষ্ঠু রাখতে ১৪৪ ধারা জারি করা হল।" আইন ভাঙলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা এবং অন্যান্য আইনে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মহারাষ্ট্রে নতুন করে ৭ জনের শরীরে ওমিক্রন পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে তিন জন মুম্বই এবং চার জন পিম্পরি পুরসভা এলাকার। আক্রান্তদের মধ্যে আছে একটি দেড় বছরের শিশু। জানা গেছে, মুম্বইয়ের তিন জনের বয়স ৪৮, ৩৫ এবং ২৭। তাঁরা যথাক্রমে তানজানিয়া, ব্রিটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন। পিম্পরির চার জন এক নাইজেরিয়ান মহিলার সংস্পর্শে এসেছিলেন। ওই বিদেশিনী ওমিক্রনে আক্রান্ত তা ধরা পড়েছিল ৬ ডিসেম্বর। সাত জনের মধ্যে চার জনের কোনও উপসর্গ নেই, তিন জনের মৃদু উপসর্গ দেখা গেছে। জানা গেছে, চার জনের দু" ডোজ টিকা নেওয়া, একজনের এক ডোজ এবং একজনের কোনও ডোজ নেওয়া হয়নি। দেড় বছরের শিশুটির টিকাকরণের প্রশ্নই আসে না। এদিকে দিল্লিতে আরও একজনে শরীরে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট ধরা পড়ল। এই নিয়ে রাজধানীতে দ্বিতীয় ওমিক্রনের ঘটনা, সব মিলিয়ে দেশের ওমিক্রন কেস দাঁড়াল ৩৩-এ। জানা গেছে, জিম্বাবোয়ে থেকে ফেরা এক যাত্রীর শরীরে নতুন প্রজাতির ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে।

কানাডায় ঢুকতে পারলেন না বাংলাদেশের মুরাদ হাসান

কানাডা, ১১ ডিসেম্বর।। চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহির সঙ্গে অশালীন ফোনালাপ ফাঁসের পর তাঁকে নিয়ে বাংলাদেশ উত্তাল। ধারাবাহিকভাবে নারী অবমাননায় অভিযুক্ত তিনি। দেশ ছেড়েছিলেন চুপিচুপি। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। বাংলাদেশের সদ্য পদত্যাগী তথ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসান কানাডার উদ্দেশে রাতের বিমানে চড়লেও তাঁকে ঢুকতেই দেওয়া হল না সেদেশে। টরেন্টো পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে পত্রপাঠ। কানাডার সরকারি সূত্র থেকে এ বিষয়ে এখনও কিছু জানা না গেলেও স্থানীয় বাংলা অনলাইন পোর্টালে প্রকাশিত হয়েছে এই সংবাদ। জানা গিয়েছে শুক্রবার দুপুর ১টা ৩১ মিনিটে টরেন্টো পিয়ারসন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের পর কানাডা ইমিগ্রেশন এবং বর্ডার সার্ভিস এজেন্সির কর্মকর্তারা মুরাদ হাসানকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করেন।

'প্রকাশ্যে নামাজ বরদাস্ত নয়'

চণ্ডীগড়, ১১ ডিসেম্বর।। খোলা জায়গায় নমাজ বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়ে দিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর। প্রকাশ্য স্থানে নমাজ নিয়ে গুরুগ্রামে সাম্প্রতিক অশান্তির প্রেক্ষিতে খট্টর বলেন, "মুসলিমদের খোলা জায়গায় শুক্রবারের নমাজ উচিত নয়।" ২০১৮ সালের নির্দেশিকা অনুযায়ী গুরুগ্রামের ৩৭টি প্রকাশ্য স্থান নমাজের জন্য চিহ্নিত ছিল। কয়েকটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন'র বিক্ষোভ-আন্দোলনের জেরে নভেম্বরের গোড়ায় আটটি স্থানে নমাজের অনুমতি বাতিল করে হরিয়ানা সরকার। পাশাপাশি সরকারি নির্দেশিকায় জানিয়ে দেওয়া হয়, বাকি ২৯টি স্থান নিয়ে যদি কোনও আপত্তি ওঠে, সে ক্ষেত্রেও অনুমতি বাতিল করা হবে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার খট্টরের মন্তব্য 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করা হচ্ছে। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁর সরকার সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজছে। তিনি বলেন, "যত দিন পর্যন্ত না শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথের সন্ধান মিলছে, তত দিন বাড়িতে বা ধর্মস্থানে নমাজ পড়তে হবে।" সরকারি অনুমতি ছাড়া খোলা জায়গায় নমাজ বরদাস্ত করা হবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগে কৃষিবিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী চাষিদের লাঠিপেটা করার 'পরামর্শ' দিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন খট্টর।

কংগ্রেস ছাড়াও দেশে বিরোধী জোট সম্ভব!

কলকাতা, ১১ ডিসেম্বর।। সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী ফ্রন্টে আর অনিবার্য নয় কংগ্রেস। ফের বিস্ফোরণ ঘটালেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলে দিলেন, কংগ্রেস ছাড়াও বিজেপি বিরোধী জোট সম্ভব। পিকের সাফ কথা, শুধু টুইট করে আর মোমবাতি মিছিল করে নরেন্দ্র মোদির মতো নেতাকে হারানো যাবে না। কংগ্রেস নেতারা সেটা বোঝেন না। মাস কয়েক আগে নিজেই বিজেপি বিরোধী বৃহত্তর ফ্রন্ট গড়তে উদ্যোগী হয়েছিলেন পিকে। একাধিকবার বিরোধী শিবিরের সবচেয়ে সিনিয়র নেতা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন ভোটকুশলী। সেসময় অবশ্য কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়েই ফ্রন্ট গড়ার কথা বলছিলেন পিকে। কিন্তু এখন তিনি বলছেন, পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। এখন কংগ্রেসের যা দুরবস্থা, তাতে তাদের বাদ দিলেও বিরোধী জোট গঠন করা সম্ভব। মাস কয়েক আগে নিজেই বিজেপি বিরোধী বৃহত্তর ফ্রন্ট গড়তে উদ্যোগী হয়েছিলেন পিকে। একাধিকবার বিরোধী শিবিরের সবচেয়ে সিনিয়র নেতা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন ভোটকুশলী। সেসময় অবশ্য কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়েই ফ্রন্ট গড়ার কথা বলছিলেন পিকে। কিন্তু এখন তিনি বলছেন, পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। এখন কংগ্রেসের যা দুরবস্থা, তাতে তাদের বাদ দিলেও বিরোধী জোট গঠন করা সম্ভব। আসলে, গত কয়েক মাসে দেশের রাজনৈতিক পটভূমি অনেকটাই বদলেছে। বাংলার বাইরে দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে সংগঠন পোক্ত করে ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস নেতারা দলে দলে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। দেশজুড়ে যখন কংগ্রেসের শক্তিক্ষয় এবং তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে, তখন পিকের এই কংগ্রেসহীন বিরোধী জোটের জল্পনা উসকে দেওয়াটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

স্বামীর দেহ টুকরো করে তার পাশেই নিশ্চিন্তে ঘুম!

করাচি, ১১ ডিসেম্বর।। ফ্ল্যাটে ঢুকে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন করাচি পুলিশের কর্মীরা। ঘরের মধ্যে ইতিউতি ছড়ানো এক ব্যক্তির খণ্ডবিখণ্ড দেহ। সেখানেই ঘুমাচ্ছেন এক মহিলা! বৃহস্পতিবার রাতের ওই ঘটনা ইতিমধ্যেই ঝড় তুলেছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমে। করাচির সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) জানিয়েছেন, নিহত ব্যক্তি নাম মহম্মদ সোহেল (৬০)। তিনি সদর এলাকার আবদুল্লা হারুন রোডের ওই ফ্ল্যাটেরই বাসিন্দা ছিলেন। ধৃত ৪৫ বছরের মহিলার নাম রুবাব। পুলিশি জেরায় রুবাব খুনের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি প্রথমে জানিয়েছেন, সোহেল তাঁর স্বামী। যদিও পরে নিহত ব্যক্তিকে নিজের জামাইবাবু বলে দাবি করেন। পড়শিদের একাংশের দাবি, একত্রে বাস করলেও দু'জনের বিয়ে হয়নি। তবে সোহেলের আগের পক্ষের ছেলে পুলিশকে জানিয়েছেন, দু'জনের বিয়ে হয়েছে। গত ছ'বছর ধরে সোহেল এবং রুবাব এক সঙ্গে থাকতেন। করাচি প্রিডি থানার আধিকারিক তথা মামলার তদন্তকারী সাজ্জাদ খান জানিয়েছেন, দাম্পত্য কলহের কারণেই এই খুন। তিনি বলেন, "জেরায় রুবাব জানিয়েছেন। সোহেল মাদকাসক্ত ছিলেন। যদিও গ্রেফতারির সময় ওই মহিলাও নেশাগ্রস্ত ছিলেন।"

মারাদোনার ঘড়ি অসমে!

গুয়াহাটি, ১১ ডিসেম্বর।। দুবাই থেকে দিয়েগো মারাদোনার চুরি যাওয়া দুষ্প্রাপ্য ঘড়ি উদ্ধার হল অসমে। দুবাই পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে অসম পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ঘড়িটি। এই খবর টুইট করে জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। তিনি লেখেন, 'আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় অসম পুলিশ অভিযান চালিয়ে কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনার চুরি যাওয়া ঘড়ি উদ্ধার করেছে। ওয়াজিদ হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।' অসম পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দুবাই পুলিশের কাছ থেকে তারা খবর পায় যে ব্যক্তি মারাদোনার ঘড়ি চুরি করেছেন যিনি, তিনি অসমে লুকিয়ে রয়েছেন। সেই খবর পেয়ে তারা খোঁজ শুরু করে। শেষ পর্যন্ত শনিবার ভোর ৪টে নাগাদ শিবসাগর জেলায় ওয়াজিদের বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর কাছ থেকে ওই দুষ্প্রাপ্য ও দামি ঘড়িটিও উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে, মারাদোনার সই করা তাঁর ব্যক্তিগত বেশ কিছু সামগ্রী রাখা ছিল দুবাইয়ের একটি সংগ্রহশালায়। সেখানেই নিরাপত্তারক্ষীর কাজ করতেন ওয়াজিদ। চলতি বছর আগস্ট মাসে তিনি ঘড়িটি চুরি করে অসমে পালিয়ে আসেন। তবে সেটি বিক্রি করতে পারেননি তিনি। তার আগেই ধরা পড়লেন।

লাইফ স্টাইল

ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি সিমটম ঃ সারাক্ষণ আলস্য ভাব?

শরীরে অভাব হতে পারে ভিটামিন ডি-র

ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস শোষণ করতে সাহায্য করে, যা হাড় দৃঢ় এবং শক্তিশালী করে। এর অভাবে তাই হাড়ের যন্ত্রণা হতে পারে। ভিটামিন ডি বা "সানশাইন ভিটামিন"। আমাদের শরীরের সুস্থ কার্যকারিতার জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম। এটি একটি অপরিহার্য ভিটামিন। আমরা যে খাবার খাই এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে সূর্যালোকের মাধ্যমে এটি শরীরে বিশ্লেষিত হতে পারে। গায়ে রোদ লাগা হল আপনার শরীরে ভিটামিন ডি-র মাত্রা বাড়ানোর সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে প্রাকৃতিক উপায়। অনেক সময়েই, আমরা আমাদের শরীরের ভিটামিন এবং মিনারেলের প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করি। এর প্রভাব তখনই লক্ষ্য করা যায়, যখন আমরা শরীরে তীব্র পরিবর্তন বা অস্বস্তি অনুভব করি। ভিটামিন ডি আমাদের হাড় মজবুত রাখতে, উদ্বেগ কমাতে এবং সামগ্রিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্লান্তি এবং দুর্বলতা অপর্যাপ্ত ভিটামিন ডি-র লক্ষণ হতে পারে। আপনার কি সারাদিনই আলস্য, ঘুম-ঘুম ভাব লাগে? সেক্ষেত্রে নিজেকে স্রেফ অলস ভাবলে ভুল করবেন। ভিটামিন ডি-র অভাবের অন্যতম লক্ষণ ক্লান্তি ও দুর্বলতা। তাই সেদিকে নজর দিন। হাড়ের যন্ত্রণা ভিটামিন ডি-র অভাবের লক্ষণ হতে পারে ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস শোষণ করতে সাহায্য করে, যা হাড় দৃঢ় এবং শক্তিশালী করে। এর অভাবে তাই হাড়ের যন্ত্রণা হতে পারে। শরীরে ভিটামিন ডি-র অভাব শনাক্ত করার নিশ্চিত উপায় রক্ত পরীক্ষার সাহায্যে ভিটামিন ডি-র অভাব নির্ণয় করা যায়। দুই ধরনের পরীক্ষা রয়েছে। সবচেয়ে সাধারণটি হল ২৫-হাইড্রোক্সিভিটামিন ডি, যা সংক্ষেপে ২৫ নামে পরিচিত।

লজ্জার সাগরে ডুবলো রাজ্যের হকি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়। রাজ্যের ক্রীড়াজগৎ এ ধরনের আরও অনেক লজ্জার মুখ দেখেছে। ভবিষ্যতেও এটা অব্যাহত থাকবে। ক্রীড়া নীতিহীন একটি রাজ্য। যেখানে ঘুণে- ধরা পরিচালক মণ্ডলী সাম্রাজ্য কায়েম করেছে। এদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে ক্রীড়া জগতে নতুন এক নীতি চালু করেছে। সেটা হলো ক্রীড়া বাণিজ্য। এই ক্রীড়া কারবারিদের হাতে পড়ে রাজ্যের খেলাধূলা একের পর এক লজ্জার মুখে পড়ছে। এমনই এক ঘটনা ঘটলো শনিবার। মহারাষ্ট্রের পুণেতে শুরু হয়েছে হকি ইন্ডিয়া পরিচালিত ১১তম জাতীয় সিনিয়র হকি। পুল 'ই'তে রয়েছে ত্রিপুরা। এদিন প্রথম ম্যাচে মণিপুরের কাছে হারল রাজ্য দল। শুধু হারলো বলা ভুল। রাজ্যের ক্রীড়া জগতকে লজ্জার সাগরে ডুবিয়ে ২১ গোল হজম করলো ত্রিপুরা। ক্রীড়া জগতের কারবারিরা তো আর সাফল্যের জন্য দল পাঠায়নি। লক্ষ্য একটাই এই সুযোগে কিছু কামিয়ে নেওয়া। বাম আমলে একাধিক সমান্তরাল সংস্থা গজিয়ে উঠে। ঘন ঘন দিল্লি যাতায়াতের মাধ্যমে ফেডারেশনের স্বীকৃতিও আদায় করে নেয়। বস্তুত তখন থেকেই এই কারবারিরা সক্রিয়। বামের প্রস্থান, রামের উদয়। ক্রীড়া কারবারিরা আছে বহাল তবিয়তে। বামদের ছেড়ে এবার রামপন্থী নেতাদের ছত্রছায়ায় লালিত হচ্ছে তারা। এসবেরই নীট ফল ২১ গোল হজম। রাজ্যে হকি খেলা মোটেই জনপ্রিয় নয়। সেভাবে খেলাটার প্রসারও হয়নি। ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স বা জুডো, জিমন্যাস্টিক্সের মতো গেমেও অনেক সময় সিনিয়র ক্ষেত্রে দল পাঠানোর জায়গায় থাকে না ত্রিপুরা। সেখানে হকির মতো একটি অজনপ্রিয় গেম-এর পরিচালকরা বার বার সিনিয়র আসরে দল পাঠায়। এই সাহসটা তারা পায় কোথা থেকে? যেখানে স্কুল পর্যায়ে দল পাঠানোর মতো অবস্থায় নেই ত্রিপুরা সেখানে বছর বছর সিনিয়র আসরে খেলতে যায় দল। আর ডজন ডজন গোল হজম করে ফিরে আসে। লজ্জারও একটা সীমা থাকে। এমনটাই বলে থাকেন গুরুজনেরা। কিন্তু এই সব ক্রীড়া কারবারিদের অভিধানে লজ্জা শব্দটাই নেই। কামিনী এবং কাঞ্চনের অমোঘ মেলবন্ধন তাদের শুধু অর্থ উপার্জন করতে শিখিয়েছে। এই ধরনের কিছু লোক আজ ক্রীড়া দুনিয়ায়ও থাবা মেরেছে। ২০১৮তে এখানে রামরাজ্য স্থানান্তরিত হওয়ার পর বলা হয়েছিলো ক্রীড়া জগতকে স্বচ্ছ করে তোলা হবে। নিয়ে আসা হলো ক্রীড়া আইন। যে আইনের কবলে পড়ে রাজ্যের স্বশাসিত সংস্থাগুলি সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। আর অন্যদিকে সমান্তরাল সংস্থার কারবারিরা লুটেপুটে খাচ্ছে সবকিছু। রাজ্যের হকিকে আগেও ভিন রাজ্যে হাসির খোরাক করে তুলেছিলো এই কারবারিরা। এবারও তাই হবে। ক্রীড়া আইন নাকি এই সব সমান্তরাল সংস্থার রমরমা বন্ধ করার জন্য আনা হয়েছে। তবে বাস্তব চিত্র অন্য। রামপন্থী নেতাদের ছত্রছায়ায় দিব্যি বেঁচে বর্তে আছে ক্রীড়া কারবারিরা। তাই ২১ গোল হজম করতে হল। আরও কত লজ্জা অপেক্ষা করে আছে কে জানে!

জেলাভিত্তিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ ত্রিপুরা ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী ১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বর এনএসআরসিসি-র ব্যাডমিন্টন হলে পশ্চিম জেলাভিত্তিক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অনূর্ধ্ব ১০ বালক-বালিকা, অনূর্ধ্ব ১৩ বালক-বালিকা, অনূর্ধ্ব ১৫ বালক-বালিকা, অনূর্ধ্ব ১৭ বালক-বালিকা, অনূর্ধ্ব ১৯ বালক-বালিকা ছাড়াও সিনিয়র বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। একই সাথে হবে রাজ্যভিত্তিক মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের খেলোয়াড়রা এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ৪৫ ঊর্ধ্ব এবং ৫৫ ঊর্ধ্ব এই দুইটি বিভাগে খেলা হবে। পশ্চিম জেলার সমস্ত

●এরপর দুইয়ের পাতায়

আজ থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ রাজ্যভিত্তিক টেনিস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ আগামীকাল থেকে মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে অনূর্ধ্ব ১৮ বিভাগের রাজ্যভিত্তিক টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হবে। সকাল সাড়ে সাতটায় বালিকাদের সিঙ্গেলস বিভাগে লিগ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। নয়টায় হবে বালকদের লিগ ম্যাচ। দুপুর বারোটায় কোয়ার্টার ফাইনাল, দেড়টায় সেমিফাইনাল। ফাইনাল ম্যাচ হওয়ার কথা বিকাল তিনটায়। এরপর হবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এদিকে, মালঞ্চ নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে চলছে ক্লিনিক কাম প্রশিক্ষণ শিবির। দ্বিতীয়

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ঘরোয়া ক্রিকেট শুরুর আর্জি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ ডিসেম্বর মাসও শুরু হয়ে গিয়েছে। এরপরও টিসিএ-র ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে কোন হেলদোল নেই। বিষয়টা প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে শুরু করে ক্রিকেটপ্রেমী প্রত্যেককেই হতাশ করে তুলেছে। শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম পরিদর্শন করা একটা নির্বাচিত কমিটির একমাত্র কাজ হতে পারে না। অভিযোগ, টিসিএ-র বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী শুধুমাত্র এই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম নিয়েই মেতে রয়েছে। প্রতিভা তুলে আনার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটের কোন বিকল্প নেই। অথচ এই ব্যাপারে টিসিএ এক পা-ও এগোচ্ছে না। শুধু তাই নয়, টিসিএ-র এক নির্দেশের ফলে গভীর অসুবিধায় পড়েছে মহকুমা সংস্থাগুলি। তারাও ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করতে পারছে না। গত বছর পরিস্থিতি অনুকূল থাকলেও সদরভিত্তিক ক্লাব ক্রিকেট কিংবা অন্যান্য প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত করেনি টিসিএ। কয়েকটি মহকুমা বয়সভিত্তিক ক্রিকেট করলেও অধিকাংশ মহকুমাই হাত গুটিয়ে বসেছিল। এই বছর করোনার উপদ্রব কম। ক্রিকেট উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা দায়িত্বে এসেছে তারা যদি প্রকৃতই ক্রিকেটপ্রেমী হতেন তবে অনেক আগেই ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু হয়ে যেতো। অভিযোগ যে, বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতা জাহির এবং স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যেই দায়িত্বে বসে রয়েছে। প্রায় প্রতিটি প্রশিক্ষণ শিবিরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়। তবে সেই অর্থ কোন খাতে খরচ হয় সেই হিসাব আর পাওয়া যায় না। অর্থ খরচে কোন কার্পণ্য নেই। শুধুমাত্র ঘরোয়া ক্রিকেট শুরুতেই তাদের যাবতীয় আপত্তি। প্রাক্তন ক্রিকেটারদের আর্জি, অবিলম্বে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু হোক। বছরের পর বছর ধরে যদি ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ থাকে তাহলে নতুন ক্রিকেটার উঠে আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। এমনিতেই জাতীয় আসরগুলিতে মুখথুবড়ে পড়ছে ত্রিপুরা। ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধ হয়ে গেলে প্রতিভা উঠে আসবে না। ফলে আগামীতে দল গড়াই কঠিন হয়ে যাবে।

লড়াই করে জিতলো কল্যাণ সমিতি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ জয় দিয়ে দ্বিতীয় ডিভিশন শুরু করলো কল্যাণ সমিতি। তবে কেশব সংঘ-কে হারাতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হলো। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমেছে কল্যাণ সমিতি। সেই লক্ষ্য পূরণ হয় কি না তার জন্য কিছুটা সময় অপেক্ষা করতেই হবে। তবে রবিবার এডিনগর পুলিশ মাঠে চ্যাম্পিয়নসুলভ মেজাজে দেখা গেলো না কল্যাণ সমিতিকে। অধিকাংশ ফুটবলারের মধ্যেই ফিটনেসের অভাব। যদিও ভালো মানের বেশ কয়েক জন ফুটবলার রয়েছে। কোচকে অবশ্যই ফুটবলারদের ফিটনেসের দিকে নজর দিতে হবে। প্রতিপক্ষ কেশব সংঘ সাধারণ মানের দল গড়েছে। তারপরও এদিন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কল্যাণ সমিতির বিরুদ্ধে দারুণ লড়াই করেছে। শুরুর দিকে গোল হজম করার পরও তারা ম্যাচে ফিরে আসতে পেরেছে। কল্যাণ সমিতির উপর চাপও সৃষ্টি করেছে। বলা যায়, আন্ডারডগ কেশব সংঘ এদিন দারুণ একটা লড়াই উপহার দিলো। শুরুতেই গোল তুলে নেওয়ার লক্ষ্য ছিল কল্যাণ সমিতির। তাই শুরুর দিকে আক্রমণের ঝাঁঝ ছিল। ১৫ মিনিটে অবিনাশ হালাম-র গোলে এগিয়ে যায় কল্যাণ সমিতি। এরপর আরও আক্রমণাত্মক যেখানে জরুরি ছিল সেখানে সবাইকে অবাক করে খোলসের মধ্যে ঢুকে যায়। গোলটি ধরে রাখাই তাদের মূল্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই সুযোগে কেশব সংঘ গোটা ম্যাচে বেশ কয়েকবার হানা দিলো কল্যাণ সমিতির বক্সে। যদিও কোয়ালিটি ফুটবলারের অভাব থাকায় কিছু করতে পারেনি তারা। নামমাত্র গোলে জয় পেয়ে দ্বিতীয় ডিভিশনে অভিযান শুরু করলো কল্যাণ সমিতি। এদিন লড়াই করে জিততে হয়েছে তাদের। পরবর্তী সময়ে নিজেদের খেলার আরও উন্নতি করতে হবে। না হলে খেতাব জয়ের স্বপ্ন কিন্তু অধরাই থেকে যাবে। তবে প্রথম ম্যাচে জয় অবশ্যই দলকে বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে। রেফারি কল্যাণ সমিতির সুমিত ধানুক-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। আগামীকাল কোন ম্যাচ নেই। ১৩ ডিসেম্বর দুপুর সাড়ে বারোটায় কেশব সংঘ বনাম ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং দুপুর আড়াইটায় ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন বনাম সবুজ সংঘ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। কেশব সংঘ এবং স্পোর্টস স্কুল দুইটি দলই প্রথম ম্যাচে পরাজিত হয়েছে। ফলে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পাওয়ার লক্ষ্যে মরিয়া থাকবে দুইটি দলই। পরাজিত দল অবশ্যই খেতাবি দৌড়ে অনেকটা পিছিয়ে পড়বে।

রেটিং দাবায় আন্তর্জাতিক মাস্টার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর।। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স আয়োজিত প্রথম অপর্ণা দত্ত স্মৃতি প্রাইজমানি রেটিং দাবায় অংশগ্রহণ করবেন আন্তর্জাতিক মাস্টার দীনেশ কুমার শর্মা (২২৮৮)। আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে এই আসর। এনএসআরসিসির যোগা হলে এই আসর চলবে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এখনও পর্যন্ত পূর্বোত্তরের

●এরপর দুইয়ের পাতায়

যোগা ভাস্কর তন্ময়, যোগা রত্ন ধৃতি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ ৩৯-তম রাজ্যভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হলো। যোগা ভাস্কর খেতাব পেয়েছে তন্ময় দাস। অন্যদিকে, যোগা রত্ন খেতাব পেয়েছে ধৃতি দেবনাথ। ৮ থেকে ১৪ বালিকা বিভাগে পশ্চিম জেলার ধৃতি দেবনাথ প্রথম, সিপাহিজলা জেলার পায়েল দাস দ্বিতীয় স্থান পায়। বালক বিভাগে পশ্চিম জেলার রাজদীপ পাল প্রথম এবং স্পোর্টস স্কুলের সৌরভ সূত্রধর দ্বিতীয় স্থান পায়। ১৪ থেকে ২০ বালিকা বিভাগে প্রথম হয়েছে স্পোর্টস স্কুলের পূজা ভট্টাচার্য এবং দ্বিতীয় সুপ্রিয়া দেবনাথ। বালক বিভাগে পশ্চিম জেলার তন্ময় দাস প্রথম এবং সিপাহিজলা জেলার রায়হান আলম দ্বিতীয় স্থান পায়। ২০ থেকে ৩০ বালিকা বিভাগে পশ্চিম জেলার রেশ্মিতা রায় প্রথম এবং বর্ষা কর দ্বিতীয় স্থান পায়। বালক বিভাগে প্রথম হয়েছে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরজ সরকার, দ্বিতীয় রাজেশ সরকার।

চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধেও ড্র

আইএসএল-এ টানা তিন ম্যাচে আটকে গেল এটিকে মোহনবাগান

পানাজি, ১১ ডিসেম্বর।। চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধেও এলো না জয়। আইএসএল-এ এই নিয়ে টানা তিন ম্যাচে আটকে গেল এটিকে মোহনবাগান। তবে চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে হারতে হল না। সবুজ-মেরুন ১-১ ড্র করেছে। প্রথমার্ধে এটিকে মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়েছিলেন লিস্টন কোলাসো। বিরতির কিছুটা আগে সমতা ফেরান চেন্নাইয়িনের ভ্লাদিমির কোমান। গোলের লক্ষ্যে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ করতে থাকে এটিকে মোহনবাগান। শুরুতেই রয় কৃষ্ণ এগিয়েছিলেন বল নিয়ে। কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে যাওয়ায় ফিনিশ করতে পারেননি। প্রথম দশ মিনিটে কোনও দলই সে ভাবে আর সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু ১৮ মিনিটেই এগিয়ে যায় এটিকে মোহনবাগান। কোমানের একটি মিসপাস ধরে

ফেলেন মনবীর। সেখান থেকে বল যায় কৃষ্ণের কাছে। গোলের দিকে সেই ফাঁকে দৌড়চ্ছিলেন লিস্টন কোলাসো। কৃষ্ণের থেকে বল পেয়ে চলতি বলেই শট নিয়ে গোল করেন। তবে হাবাসের কৌশলও কিছুটা দায়ী। গোল আসছে না

●এরপর দুইয়ের পাতায়

পয়েন্ট ভাগ করলো নবোদয়, সবুজ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবলে পয়েন্ট ভাগ করলো নবোদয় সংঘ এবং সবুজ সংঘ। এডিনগর পুলিশ মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচটি ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। বৃষ্টির কারণে উমাকান্ত মাঠের অবস্থা বেহাল। এই কারণে আপাতত ম্যাচগুলি হচ্ছে এডিনগর পুলিশ মাঠে। তবে এই মাঠও খুব একটা ভালো একথা বলা যায় না। ফুটবলারদের অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। নবোদয় এবং সবুজ দুইটি দলই মোটামুটি ভালো দল গড়েছে। তবে খেতাবি দৌড়ে কতদূর এগোতে পারবে সেটাই দেখার। এদিনের ম্যাচ দেখে সেটা মোটেই আন্দাজ করা ঠিক হবে না। সমস্যা হলো, দ্বিতীয় ডিভিশনে অধিকাংশ ফুটবলারেরই বল ধরে খেলার ক্ষমতা নেই। দুই-এক জন ব্যতিক্রমী আছে ঠিকই। তারা আবার একক দক্ষতায় সব কিছু করতে চায়। সুবিধাজনক জায়গায় থাকা ফুটবলারদের বল পাস করতে দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে আক্রমণ সেভাবে দানা বাঁধতে পারে না। এদিনও সেরকমই একটি ম্যাচ দেখা গেলো। শুরুর দিকে নবোদয় কিছুটা আক্রমণাত্মক খেলার চেষ্টা করে। ৬ মিনিটে শিবশংকর জমাতিয়া-র গোলে এগিয়ে যায় নবোদয় সংঘ। এরপরও নবোদয়-র দাপট ছিল। যদিও সেরকম আকর্ষণীয় আক্রমণ তুলে আনতে পারেনি। মূলতঃ প্রতিপক্ষের ভুলে কিছুটা সুযোগ পায়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে পাল্টা আক্রমণ থেকে সবুজ সংঘের হয়ে সমতা ফেরায় বিক্রম দেববর্মা। এরপর ম্যাচ কিছুটা ঝিমিয়ে যায়। কোন দলই হারতে চায়নি। ফলে অধিকাংশ সময় খেলা সীমাবদ্ধ রইলো মাঝ মাঠে। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগ করে নিলো দুইটি দল। রেফারি পল্লব চক্রবর্তী সবুজ সংঘের তরুণ দেববর্মাকে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

ফের শতরান করলো বিশাল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ ফের শতরান করলো বিশাল ঘোষ। তার শতরান এবং সমিত গোয়েল-র দায়িত্বপূর্ণ ইনিংসের সৌজন্যে বিজয় হাজারে ট্রফিতে জয়ের হ্যাট্রিক করলো ত্রিপুরা। বিফলে গেলো সিকিমের পেশাদার ক্রিকেটার লিয়ন খান-র শতরান। জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে সিকিম-কে ৮ উইকেটে হারিয়ে দিলো রাজ্য দল। যদিও কাজ এখনও শেষ হয়নি। আরও কয়েকটি ম্যাচ বাকি আছে এবং মাথায় এটাও রাখতে হবে যে, মেঘালয়ের বিরুদ্ধে এখনও খেলতে হয়নি। নক্‌আউটে যাওয়ার প্রশ্নে এই ম্যাচটাই মহা গুরুত্বপূর্ণ। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে এই মেঘালয়ের কাছে বিধ্বস্ত হয়ে নক্‌আউট পর্বে খেলার সুযোগ হাতছাড়া করেছে রাজ্য দল। পাশাপাশি এলিট গ্রুপেও উঠতে পারেনি। বিজয় হাজারে ট্রফিতে এখনও পর্যন্ত সব কিছুই ইতিবাচক। এখন শেষটা কিরকম হয় সেটাই দেখার? প্রথম দুইটি ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে পাহাড় প্রমাণ ইনিংস গড়ে বিপক্ষকে চাপে ফেলে দিয়েছিল ত্রিপুরা। দুর্বল অরুণাচল প্রদেশ কিংবা মিজোরামের পক্ষে সম্ভব হয়নি সেই চাপ সামলানো। শনিবার পরে ব্যাটিং করেও একই রকম দাপট দেখালো ত্রিপুরা। টসে জিতে সিকিম প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। দলের হয়ে ওপেন করতে নামে কর্ণাটকের হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলা ক্রিকেটার লিয়ন খান এবং চিতিজ তামাং। শুরু থেকেই ত্রিপুরার বোলারদের সাবলীলভাবে মোকাবেলা করে স্কোরবোর্ড সচল রাখে লিয়ন। দলীয় ৬৭ রানে বিদায় নেয় তামাং। স্কোরবোর্ডে ৭ রান উঠার ফাঁকে বিদায় নেয় আশিস থাপা। এই অবস্থায় লিয়ন খানের সাথে জুটি বাঁধে কান্তি কুমার। এই দুই ব্যাটসম্যান খুব সাবলীলভাবেই ত্রিপুরার বোলারদের সামলে দলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জুটিতে ৭২ রান উঠে। পেশাদার ক্রিকেটার ক্রান্তি ৪৯ বলে ৩৮ রানে বিদায় নেয়। এরপর একক দক্ষতায় দলকে এগিয়ে নিয়ে যায় লিয়ন। কার্তিক (২১) তাকে কিছুটা সঙ্গ দিলেও বাকিরা ব্যর্থ। শেষ পর্যন্ত ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৩১ রান করে সিকিম। লিয়ন খান ১২০ রান করে। ত্রিপুরার সফলতম বোলার অমিত আলি। এই লেগব্রেক বোলার ৫০ রানে ৪টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া মণিশংকর ২টি এবং রাহিল শাহ, অজয় সরকার ১টি করে উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নামে ত্রিপুরা। প্রথম দুই ম্যাচে আগে ব্যাট করে জয় পেয়েছে। ফলে রান তাড়া করতে নেমে কতটা সফল হয় রাজ্য দল সেটাই ছিল দেখার। শুরুতে সম্রাট সিনহা মাত্র ৪ রান করে বিদায় নেওয়ায় একটা মৃদু আশঙ্কাও তৈরি হয়। প্রথম দুই ম্যাচের পর সম্রাট এই ম্যাচেও রান পেলো না। এবার টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত সম্রাটের বিকল্প হিসাবে পরের ম্যাচে অন্য কাউকে খেলানো। কারণ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে টানা তিনটি ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ার পর সেই ক্রিকেটারের আর কোন সুযোগ প্রাপ্য নয়। সম্রাট ফিরে যাওয়ার পর বিশাল এবং সমিত ইনিংসের হাল ধরে। সিকিমের বোলারদের অতি সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে এনে এই দুই ব্যাটসম্যান দলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রথম ম্যাচে রানের মুখ দেখতে পায়নি বিশাল। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই শতরান করে। এদিন আরও একবার ঝলসে উঠলো তার ব্যাট। সমিত-কে সাথে নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ১৬৪ রানের জুটি গড়ে তুলে। তখনই ত্রিপুরার জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। সমিত ৭৩ রানে ফিরে যাবার পর বিশাল-র সাথে জুটি বাঁধে শুভম ঘোষ। সিকে নাইডু ট্রফিতে অসাধারণ খেলার কৃতিত্বস্বরূপ বিজয় হাজারে ট্রফিতে সুযোগ পেয়েছে শুভম। প্রথম দুই ম্যাচে ব্যাট করার সুযোগ পায়নি। এদিন সুযোগ পেয়েই সেটা কাজে লাগালো। বিশাল-র সাথে অপরাজিত জুটি তৈরি করে রাজ্য দলকে ৮ উইকেটে জয় এনে দিলো। ৪৬.১ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় ত্রিপুরা। ১৩৭ বলে ১২৭ রান করে অপরাজিত থাকে বিশাল। অন্যদিকে, শুভম ১৭ রানে অপরাজিত থাকে। টানা তিন ম্যাচ জিতে জয়ের হ্যাট্রিক করলো রাজ্য দল। ব্যাটিং এবং বোলিং উভয় বিভাগেই খুব ছন্দে রয়েছে দল। ওপেনার সম্রাট ছাড়া বাকি ব্যাটসম্যানরা রানের মধ্যেই আছে। যা গোটা দলকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। বোলিং-এ অজয় সরকার-কে নিয়ে অবশ্যই কিছুটা চিন্তাভাবনার সুযোগ রয়েছে। সেভাবে স্ট্রাইক বোলার হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারছে না। কোচ সমীর দীঘে-র উচিত অজয়-কে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করা। আগামীকাল চতুর্থ ম্যাচে নাগাল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা।

সরকারি সাহায্য শূন্যের কোঠায়!

অনেক ক্রীড়া সংগঠকই তাদের পদ, দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাইছেন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ এরাজ্যে যারা বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন চালান বা যারা বিভিন্ন স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্বে আছেন (বাদ টিসিএ, টিএফএ) তারা নাকি অনেকেই এখন পদ বা দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাইছেন। কারণ আর কিছুই নয়, স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির প্রতি রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের দ্বিচারিতা ও বৈষম্যমূলক আচরণই নাকি অন্যতম কারণ। অভিযোগ, বাম আমলেও স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে নাকি এতটা সমস্যায় (মূলতঃ আর্থিক) থাকতে হয়নি। কিন্তু রাজ্যে সরকার বদলের পর রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের ভূমিকা নাকি পুরোপুরি নেতিবাচক। যার প্রভাব পড়ছে ক্রীড়াক্ষেত্রে। অবশ্য ক্রীড়া পর্ষদের বর্তমান ভূমিকার পেছনে নাকি রাজনীতি অন্যতম কারণ। মানিক সাহা-কে দিয়ে শুরু এখন অমিত রক্ষিত। দুই জনই রাজনীতির লোক। আর দুই জনই নাকি রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের ব্যর্থতার অন্যতম নায়ক। অভিযোগ, মানিক সাহা সচিব না হয়েও দীর্ঘ সময় সচিব পদে (দ্বৈত দায়িত্ব) ছিলেন। অমিত রক্ষিত সচিব হয়েও সচিবের কাজে তাকে দেখা যায় না। বলা চলে, ক্রীড়া পর্ষদ নাকি বরাবরই সঠিক অভিভাবকহীন। অভিযোগ, অমিত রক্ষিত রাজনীতিতে অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে আছেন। চেয়ারম্যান যিনি তিনি মন্ত্রিত্ব সামাল দিয়ে নাকি ক্রীড়া পর্ষদে নজর দেওয়ার সময় পান না। কয়েক মাস হলো ক্রীড়া পর্ষদের নতুন চেয়ারম্যান দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু এখনও নাকি চেয়ারম্যানের সময় হয়নি একদিনও ক্রীড়া পর্ষদের সমস্ত সদস্যদের (সংখ্যা ২৩) নিয়ে বৈঠক করা। তেমনি রাজ্যের ৩২টি স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিদের সবাইকে এক সাথে নিয়ে একদিনের বৈঠক করার নাকি আগের চেয়ারম্যানের মতো বর্তমান চেয়ারম্যানেরও সময় হয়নি। জানা গেছে, বাম আমলে স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির জন্য নাকি বার্ষিক বরাদ্দ থাকতো। প্রতি বছর ক্রীড়া পর্ষদের বার্ষিক সভায় বাজেট তৈরি হতো। সেই বাজেটেই নাকি ঠিক হয়ে যেতো কোন ক্রীড়া সংস্থা কত টাকা পাবে। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে বাজেট তো দূরের কথা স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলিকে নাকি কখনও বলা হয় না যে, একটা অর্থ বছরে তারা কত টাকা পাবে। শুধু তাই নয়, স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলি নাকি সরকারি অনুদান চাইতে গিয়ে বার বার অপমানিত হয়। অভিযোগ, কোন ক্রীড়া সংস্থা যদি জেলা আসরের জন্য সরকারি অনুদান চায় তাহলে তাদের নাকি খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। রাজ্য আসরে কেউ যদি এক লক্ষ টাকা অনুদান দাবি করে তাদের নাকি প্রথমে বলা হয় টাকা খরচ করে বিল জমা দিতে। তারপর বিল জমা দেওয়া হলে নাকি এক লক্ষ টাকার খরচে ১৫-২০ হাজার টাকা দিতে চায় ক্রীড়া পর্ষদ। সঙ্গে নাকি নানা কথা। দিনের পর দিন ক্রীড়া পর্ষদের এহেন আচরণে অনেক ক্রীড়া সংগঠকই নাকি মাঠ-ময়দান ছেড়ে চলে যেতে চান। তাদের বক্তব্য, এত সমস্যার মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন চালানো কঠিন। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের যে ভূমিকা, যে দায়িত্ব পালনের কথা ছিল তা কোনভাবেই নাকি পালিত হচ্ছে না। অনেক ক্রীড়া সংগঠন নাকি ঋণের দায়ে জর্জরিত। এই অবস্থায় ক্রীড়া পর্ষদের সরকারি সাহায্য দেওয়ার পদ্ধতি বদল না হলে অনেক ক্রীড়া সংগঠক তাদের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চান। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েক জন ক্রীড়া কর্তা বলেন, এভাবে চললে রাজ্যের স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলিতে তালা পড়বে। তবে ক্রীড়া পর্ষদ ইস্যুতে ক্রীড়া দফতর, ক্রীড়ামন্ত্রীর ভূমিকা নিয়েও ক্রীড়া সংগঠকরাও নারাজ। তবে ঘটনা হচ্ছে, ক্রীড়া প্রশাসন সব কিছু জেনেও কোন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেও অভিযোগ। আর তাতেই নাকি অনেক ক্রীড়া সংগঠক তাদের পদ বা দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাইছেন।

রাজ্যে ক্রিকেটহীন টিসিএ, অনেক আম্পায়ারই আজ রোজগারহীন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ রাজ্যের অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার আছেন যারা সরকারি চাকুরি পাননি। তবে তারা কেউ কেউ ক্রিকেটের সাথে যুক্ত থেকে দীর্ঘদিন ধরে আম্পায়ারিং করেন। অনেক আম্পায়ার সম্পূর্ণ না হলেও ক্রিকেট থেকে তারা যা আয় করতেন তা দিয়ে তাদের সংসারের অনেকটা খরচ সামাল দেওয়া যেতো। জানা গেছে, কোন কোন আম্পায়ার বছরে ৬০-৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত পেতেন টিসিএ-র ঘরোয়া ও রাজ্য ক্রিকেটের ম্যাচ পরিচালনা করে। অর্থাৎ এই বিশাল অঙ্কের টাকা পেয়ে অনেক আম্পায়ার তাদের জীবিকা নির্বাহে সুবিধা পেতেন। কিন্তু অভিযোগ, ২০১৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর টিসিএ-তে নতুন কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পরই নাকি ধীরে ধীরে আম্পায়ারদের ক্রিকেট থেকে রোজগারে এক প্রকার টান পড়ে। গত ২৮ মাসে যেহেতু টিসিএ-র কোন সিনিয়র জেলা ও রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট হয়নি, হয়নি ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট তাই আম্পায়ারদের ম্যাচ পরিচালনা থেকে টাকা রোজগার এক প্রকার বন্ধ

ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই

পাত্র ২৪ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, সিংহরাশি, দেবারিগণ, কাশ্যপ গোত্র, B.A Hons, M.A, নিজস্ব কোচিং সেন্টার রয়েছে। আগরতলায় নিজস্ব বাড়ি, এক মাত্র ছেলে। অনূর্ধ্ব ২৪ বয়সের, কলেজ পড়ুয়া বা উত্তীর্ণ, সাধারণ ঘরোয়া পাত্রী কাম্য (দাবিহীন)।
(M) 9774412678
6009513706

আর্জেন্ট নিয়োগ

ভারত সরকার পরিচালিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্কের কর্মচারী যুবক-যুবতি ও গৃহবধূ সরাসরি বিভিন্ন পোস্টে নিয়োগ করা হবে।
যোগাযোগ ঃ-
8787836581
9774221587

Flat Sale

Ready to Move Flat Available with all common Facilities like CCTV, Lift, Parking, IRP, Etc. At Shibnagar & Ramnagar.
(M) : 9612906229

লোক নিয়োগ

Hotel Service এবং Restaurant এর জন্য Stuart বা bellboy প্রয়োজন। Female, Male Both, Required
Contact :
8131980501

Job Vacancy

LIC LICI-তে কিছু সংখ্যক Supervised Agents নেওয়া হচ্ছে। ন্যূনতম মাসিক আয় ২০,০০০-৩৫,০০০ টাকা। তাহলে এল,আই,সিতে ভাল রোজগার ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে আজই যোগাযোগ করুন।
M : 9436461082
8257908312

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৮,০০০
ভরি ঃ ৫৬,০০০

ভাড়া দেওয়া হবে

মটরস্ট্যান্ড পুরাতন বাটার বিপরীতে তিনতলা বিশিষ্ট বিল্ডিং ৩০০০ sqft. (১০০০ sqft. প্রতি তলা **1st, 2nd, 3rd**) অফিস, ব্যাঙ্ক বা ব্যবসার জন্য ভাড়া দেওয়া হবে।
(M) : 7005277179
8787371160

আরোগ্য

Kolkata,Hydrabad, Chennai, Coimbatore, Vellore C.M.C Patient নিয়ে যাই।
Contact No :
9774434733

ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে

কৃষ্ণনগর সংহতি ক্লাবের সাথে সর্ব সুবিধাযুক্ত ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে।
বি.দ্র. : - ডাক্তারের চেম্বার বা অফিসের জন্য অগ্রগণ্য।
যোগাযোগ করুন ঃ-
7005361471
9436122275

LD Assistant Cum Typist

TPSC পরিচালিত LD Assistant Cum Typist পরীক্ষার জন্য বিষয়ভিত্তিক কোচিং করানো হবে। Class upto Exam. English Typing এবং Computer প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
(M) : 9089101390
9862231641

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

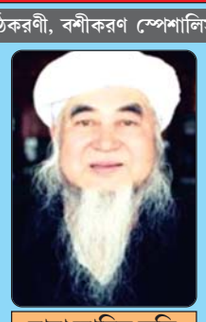

বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।
CONTACT
9667700474

ঐতিহাসিক মহা পঞ্চায়েত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ঃ ঘর ঘর চলো কর্মসূচি যেন বামপন্থীদের কাছে ২০২৩ সালের ভোট কৌশলের অন্যতম দিক। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা জাতীয় প্রেক্ষাপটের নিরীখে রাজ্যেও তাদের ধারাবাহিক কর্মসূচি জারি রেখেছিল। আগামী দিনেও তা জারি রাখা হবে। আগামী ২৪ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক মহা পঞ্চায়েত। দেশের কৃষকরাই ঐতিহাসিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে বার্তা দিয়েছে তাকে পুঁজি করেই চলছে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা। রাজ্যেও এবার আন্দোলন তেজি করা হয়েছে। নয় দফা দাবিকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত স্তরে আন্দোলন কর্মসূচি রূপায়ণে এবার কৃষকরাই ময়দানমুখী। কৃষক, জুমিয়া, ক্ষেতমজুর এবং কৃষির সাথে যুক্তরাই রাজ্যের বৃহৎ জনগণের অংশ। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। কৃষির উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে বলে দাবি করে সংগঠন এবার মহা পঞ্চায়েতের ঘোষণা দিয়েছে। সংগঠনের দাবি---সরকারিভাবে সার ও কীটনাশকের ব্যবস্থা করা, এসআরআই পদ্ধতিতে পুনরায় ধান চাষ চালু করা, পুরোনো ভর্তুকি চালু করা, জলসেচের সমস্ত ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা, নাগিছড়া কৃষি খামারকে পুনরুজ্জীবিত করা, কৃষি কাজে রেগা চালু করা, জুমিয়াদের আর্থিক সাহায্য প্রদান ইত্যাদি দাবিতে কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। এই বিষয়গুলি উল্লেখ করে এদিন আগরতলায় এক কর্মসূচি থেকে পবিত্র কর সহ অন্যান্য নেতৃত্ব অভিযোগ করেছেন, ডাবল ইঞ্জিনের জাঁতাকলে রাজ্যের কৃষকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থা মুখথুবড়ে পড়েছে। সরকারের গুদামে উন্নতমানের বীজ নেই। সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা নেই। এই অভিযোগগুলির কথা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে ২৪ ডিসেম্বর পঞ্চায়েত স্তরে হবে কর্মসূচি।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

স্বর্গীয়া অনিমা আচার্য্য

আমাদের প্রাণের স্বর্গীয়া অনিমা আচার্য্য গত ০৩-১২-২০২১ইং তারিখে ভোর ৪টার সময় জি.বি হাসপাতালে মারা গিয়ে শ্রীশ্রী রামঠাকুর ধ্যামে গমন করেছে। আজ ১২-১২-২০২১ইং রবিবার উনার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে জগৎপুর, অভয়নগর, আগরতলাস্থিত নিজ বাসভবনে। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল শ্মশান বন্ধু, আত্মীয়পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের স্ব-পরিবারে উপস্থিত থেকে শাকান্ন ভোজন করার বিনম্র আবেদন রইল।

ইতি -
শোকাহত - প্রণব (স্বামী), পলাশ, প্রসেনজিৎ (ছেলে), অশোক (ভাই), স্বপ্না, বীনা (বৌদি), আকাশ (ভাইয়ের ছেলে)।
শতাব্দী, দেবী, সুস্মিতা (ভাইয়ের মেয়ে)

'জায়গা বিক্রি'

১ কানি জায়গা বিক্রি করা হবে লঙ্কামুড়ার পাল পাড়াতে নিজ জায়গা।
(M) : 8906104476
9362741668

UDAYANA TRUST
South Manik Bhander, Kamalpur Dhalai, Tripura,
R. 776/2021
POST VACANCY
We are Recruiting Teaching Faculty (B.Ed or D.L.E.D Desired) Send Your Resume on udayanacademy@gmail.com by 25th Dec. 2021 Candidate Should Have Good Command Over English.
S.K. Ghosh
Managing Trustee
Mob : 9735992200

চিকিৎসা সংবাদ

চেন্নাই Miot International হাসপাতাল থেকে অর্থোপেডিক্স ও স্পাইন এবং গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজি বিশেষজ্ঞগণ আগামী ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর মাসে দু'দিনব্যাপী আগরতলায় Om Health Care-এ রোগী দেখিবেন।
DR. HEMAMALA V.S
(Gastroenterology)
DR. UMESH KUMAR SINGH
(Orthopaedics and Spine)
যোগাযোগ ঃ-
8787773729 / 7005512987
ঠিকানা ঃ- Krishnanagar, Thakurpalli Road, Near Satsang Ashram, Pin - 799001

তৈরি বাড়ি বিক্রয়

আগরতলা গোলবাজার সন্নিকটে সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশন গ্র্যান্ডিয়োস ক্লাবের মাঝামাঝি মেইন রোডের পাশে ১.৫ (দেড়) গন্ডা জমির উপর তিনতলা আধুনিক সুবিধাযুক্ত বাড়ি বিক্রয় করা হইবে। প্রকৃত ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।
Mob : 9436120486/7005160386

VISION CONSULTANCY
Admission Point
We Provide Admission Guidance for
MBBS / BDS / BAMS
TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA
(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other)
LOW PACKAGE 45 LAKH
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY
Call Us : 9560462263 / 9436470381
Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

বিখ্যাত রিউম্যাটোলজীষ্ট / বাত রোগ বিশেষজ্ঞ
এখন আগরতলায়
Dr Ankit Patawari
MD, DM - Clinical Immunology and Rheumatology (IPGMER)
Consultant Rheumatologist Nemcare Hospital, Guwahati Apollo Hospital, Guwahati
যদি আপনি নিম্নলিখিত ৬ পসর্গগুলিতে বা অসুকে আক্রান্ত হয়ে থাকেন
দীর্ঘমেয়াদী সন্ধিতে ব্যথা ৬ সপ্তাহ ধরে, তিন বা ততোধিক সন্ধিতে ব্যাথা, আপনার হাতের মুষ্ঠিতে অথবা আপনার পায়ের সন্ধিতে কি কোন ফোলা বা ব্যাথা আছে, শরীরের আড়ষ্টতা প্রতিদিন সকালে ১ ঘন্টা করে, আপনার পরিবারের কারোর আথ্রাইটিস আছে, ব্যাথা ও মোচড় যুক্ত আথ্রাইটিসে গাঁটে বা সন্ধিতে মোচড় অনুভব করা, রিউম্যাটাইড আথ্রাইটিস বা বাত রোগ, SLE, LUPUS.
তবে তাঁরা সমস্ত রিপোর্ট সমেত ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে পারেন
Health Well Pharmacy
Srinagar, TV Center, Opposite Police Hospital
তারিখ ঃ ২০-১২-২০২১ ইং (সোমবার)
Contact 7085566101/9862814681

নাইটিংগেল নার্সিং হোম
ধলেশ্বর রোড নং-১৩, ব্লু লোটাস ক্লাব সংলগ্ন, আগরতলা
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, উন্নত মানের অপারেশন থিয়েটার, আই.সি.ইউ, এন.আই.সি.ইউ. চিকিৎসা ও পরিষেবা।
সুবিধা গাইনোকোলোজিক্যাল সার্জারী, জেনারেল সার্জারী, অর্থো সার্জারী, এডভান্স ল্যাপ্রোস্কপি/মাইক্রো সার্জারী।
ঃ যোগাযোগ ঃ
0381-2320045 / 8259910536 / 8798106771

চিকিৎসা সংবাদ

কলকাতার প্রখ্যাত (অ্যাপোলো গ্লেনিগেলস হাসপাতালের) বিখ্যাত নেফ্রোলজিষ্ট ডাঃ গোবর্ধন. ডি. গুপ্ত এবং রাজ্যের প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট ডাঃ মুকুট দেবনাথ আসবেন বালাজি হেলথ কেয়ারে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের জন্য।
সময় ঃ- ১৯ই ডিসেম্বর, ২০২১ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
রেজিস্ট্রেশন ফি ঃ- ৫০ টাকা।
বুকিং ঃ- বালাজি হেলথ কেয়ার, আগরতলা, সূর্যরোড, এসবিআই বাজার ব্রাঞ্চের নিকট।
Phone : 0381-2388370 / 9874054420

কনসালটেন্ট চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ আসছেন চেন্নাই অ্যাপোলো থেকে
Apollo HOSPITALS
Dr. Venugopal Reddy
Dermatology
MBBS, MD- Dermatology
0381 2328765
977 471 4621
APOLLO INFORMATION CENTRE, CHENNAI
APOLLO TELECLINIC
APOLLO DIAGNOSTICS
রোগী দেখিবেন
Date: 20 & 21St. Dec
APOLLO HEALTHCARE
I.G.M Lane, Agartala.

জ্যোতিষালয়

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ গৌতম দেব, ১২/১৩ ডিসেম্বরে আগরতলা বসবেন, চেম্বার জননী গেস্টহাউস আশ্রম চৌমুহনি, (ব্যর্থ প্রেম, অর্থনৈতিক টেনশন, ব্যবসা-বাণিজ্যে অবনতি, বিবাহে বাধা, পারিবারিক অশান্তি, পড়াশোনায় অমনোযোগী ভাব, রক্তপাতের ভয় ইত্যাদি আপনার জীবনের যেকোনো সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

অগ্রিম বুকিং চলছে বুকিং নিশ্চিত করুন
মোবাইল নম্বর ৯৮৬২৪১৮৪৭৫

আরোগ্য
The Complete Homoeo Health Solution
আপনার শারীরিক যে কোন জটিল ও কঠিন রোগের নিরাময়, সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র 'আরোগ্য'।
Call or Whtps : 9612721087 / 6909988137
Behind East Police Station,Old Motorstand, Agartala,
Website : www.aroghyahomoeo.com
বিঃদ্রঃ- অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্র।
100% safe and secure 100% Harbal

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office
New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,
Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM
Email: newradhankl@gmail.com
FLAT 10% OFF + 2 PILLOWS FREE* ON PURCHASE OF A MATTRESS
Nilkamal®
FURNITURE IDEAS